রাঁচি, বৃহস্পতিবার
21:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>333 >>03 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৩ >> << ০৩রা, আশ্বিণ ১৪৩০>>

### ভারতের গুপ্তচর সংস্থার প্রাক্তন অফিসারের অপারেশন ব্লু স্টার নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি

**নয়া দিল্লি ঃ** অপারেশন ব্লু স্টার' নিয়ে প্রাক্তন 'র' আধিকারিকের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে সারা ভারতে। ভারতের গুপ্তচর সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং -এর প্রাক্তন বিশেষ সচিব জিবিএস সিধুর অভিযোগ, জঙ্গি নেতা জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালেকে টাকা পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা কমলনাথ ও সঞ্জয় গান্ধী। এই ভিন্দ্রানওয়ালে ১৯৮৪ সালে অপারেশন ব্লু স্টারে নিহত হন। প্রাক্তন এই 'র' আধিকারিক দাবি করেন, সেই সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভিন্দ্রানওয়ালেকে হিন্দুদের ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করেছিল এবং দেশের অখণ্ডতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে খালিস্তানের একটি ইস্যু তৈরি করেছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ১ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত 'অপারেশন ব্লু স্টার' চালানো হয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে পাঞ্জাবের অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির চত্বরে আশ্রয় নেওয়া ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার একাধিক সহযোগীদের ধরতে সেখানে অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা।

**বাজার দর**
SENSEX : 66800.84 -796.00
NIFTY : 19901.40 -231.90

**রাঁচি PARA UPDATE**

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| --- | --- |
| 26.00 °c | 24.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.46 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.36 টা

**গহনার বাজার**
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

**রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর**

### 'দেশের জনগণকে দেউলিয়া করে পৃথিবী বাঁচাবো না'

**লন্ডন (এজেন্সী) ঃ** অর্থনীতির দোহাই দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সময় বাড়াচ্ছে যুক্তরাজ্য। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান বলেন, ব্রিটেনের জনগণকে দেউলিয়া করে পৃথিবী বাঁচাতে চায় না তার সরকার। বুধবার সুয়েলা ব্রেভারম্যান স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, 'নেট জিরো' বা কার্বন নির্গমন শূন্যের কোটায় আনার লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদের আরো বাস্তবমুখী হতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আগামী সপ্তাহে সংসদে বক্তব্য রাখবেন। সেখানে তিনি যুক্তরাজ্যের ২০৫০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' অর্জনের যে লক্ষ্য তা পেছানোর ঘোষণা দিতে পারেন। তারই প্রেক্ষাপট তৈরি করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রেভারম্যান। ''আমাদের বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা করতে হবে, যা ভারসাম্যপূর্ণ ও লক্ষ্যও পূরণ করে এবং আমরা এই পৃথিবী বাঁচাতে গিয়ে ব্রিটিশ জনগণকে দেউলিয়া করতে পারবো না।'' পৃথিবীর বড় অর্থনীতিগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যই প্রথম, যারা ২০৫০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' অর্জনের আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। তারা গেল কয়েক বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়িয়েছে। তবে সুনাক সরকারের আমলে সম্প্রতি কার্বন নির্গমন কমানোর বিভিন্ন উদ্যোগে কিছুটা ভাটা পড়েছে। জীবনমানের খরচ বাড়ায় পরিবহণ থেকে শুরু করে বাড়ির হিটিং থেকে কার্বন নির্গমন কমানোর উদ্যোগগুলোর যে বিনিয়োগ সেখানে স্থবিরতা এসেছে। আগামী বছর নির্বাচনকে সামনে রেখে সুনাক কতগুলো 'গ্রিন পলিসি'তে খরচ কমাচ্ছেন। লক্ষ্য সুইং বা দোদুল্যমান ভোটারদের আকর্ষণ করা। কয়েকদিন আগেও যেখানে যুক্তরাজ্য জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নিজেদের বিশ্বের নেতা বলে দাবি করত, এই নীতি তাদের সেখান থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সুনাক যেসব বিষয়ে নীতির পরিবর্তন আনতে পারেন তার একটি হলো পেট্রোল ও ডিজেল গাড়ি নিষিদ্ধ করার সময় ২০৩০ থেকে ২০৩৫ করা। এই বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও লক্ষ্য ২০৩৫ সাল।

# নাগর্নো কারাবাখে আজারবাইজানের সেনা, সংঘর্ষ শুরু

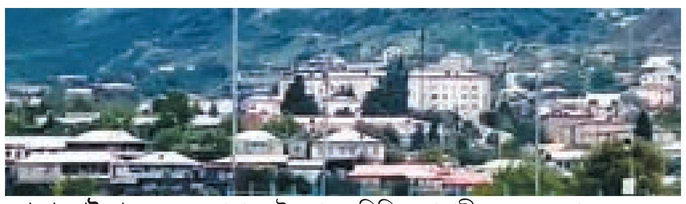

**আজারবাইজান ঃ** আবার উত্তপ্ত নাগর্নো কারাবাখ। সেখানে কামান সহ সেনা পাঠালো আজারবাইজান। দাবি, জঙ্গিদের উৎখাত করতে এই সিদ্ধান্ত।

আজারবাইজান জানিয়েছে, আর্মেনিয়ার মদতপুষ্ট জঙ্গিরা এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পন করলে তবেই শান্তি আসবে। এখানকার সরকারকেও পদত্যাগ করতে হবে। তাদের দাবি, ইতিমধ্যেই এই অভিযানের ফলে ছয়জন আর্মেনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী মারা গেছে।

আর নাগর্নো কারাবাখের স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দুইজন বেসামরিক মানুষ মারা গেছেন বলে জানানো হয়েছে। আজারবাইজানের সেনা আক্রমণ করার পর ছয়টি গ্রাম খালি করে দেয়া হয়। গোলাগুলির আঘাতে ১৩৮ জন আহত হয়েছেন। আজারবাইজানের দাবি, এখানে আর্মেনিয়ার সমর্থনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সরকার চলছে। সেই সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, সর্বশেষ লড়াইয়ের দায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিতে হবে। বারবার করে বলা সত্ত্বেও তারা কিছুই করেনি।

আজারবাইজান বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা এই অভিযান তখনই থামাবে, যখন সব বিচ্ছিন্নতাবাদী অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পন করবে। এই অঞ্চলের প্রশাসনকে ভেঙে দিতে হবে। আর্মেনিয়ার সেনাবাহিনীর যে সব সদস্য বেআইনিভাবে এই এলাকায় আছে, তাদের চলে যেতে হবে বা লড়াই ছাড়তে হবে। নাহলে অভিযান শেষ পর্যন্ত চলবে।

আজারবাইজান জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। তাদের লক্ষ্য শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কারাবাখ অঞ্চলে যে আর্মেনীয়রা আছেন, তাদের আজারবাইজান রক্ষা করবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সংঘর্ষবিরতি চেয়েছে। তারা জানিয়েছে, তারা আজারবাইজানের সঙ্গে আলোচনায় রাজি। কিন্তু তার জন্য এই অভিযান বন্ধ করতে হবে।

আজারবাইজানের সামরিক অভিযান শুরুর খবর আসার পরই আর্মেনিয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রচুর মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। টিভির রিপোর্টে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে। কারণ, বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে সরকারি ভবনগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, প্রধানমন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে হবে। আর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাকে সরাবার জন্য অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের শান্তিরক্ষী বাহিনী নাগর্নো কারাবাখের আর্মেনীয় প্রধান এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার সারাদিনে ১৮৫ শিশু সহ ৪৬৯ জনকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে, রাশিয়ার বাহিনী আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছে। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে ২০২০ সালের শান্তিচুক্তি রক্ষিত হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য দুই হাজার রাশিয়ার সেনা সেখানে আছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, নাগর্নো কারাবাখে অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। দুই পক্ষই যেন সংঘর্ষ বন্ধ করে। সাধারণ মানুষ যেন হতাহত না হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে আর্মেনিয়ার সম্পর্ক এখন ভালো নয়। সেই সময় এই সংঘাত শুরু হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন জানিয়েছেন, তিনি আজারবাইজানের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাকে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ রাখতে বলেছেন ব্লিংকেন।

তিনি জানিয়েছেন, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে হবে। তাই উত্তেজনা কমাতে হবে। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক দাবি করেছেন, আজারবাইজানকে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে। বেয়ারবক বলেছেন, আজারবাইজান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো সাধারণ মানুষকে বাঁচানো। বার্লিন মনে করে, শান্তি আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ান জাতিসংঘের সাধারণ সভার বৈঠকে বলেছেন, নাগর্নো কারাবাখ হলো আজারবাইজানের অংশ। সেখানে আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা করতে যে কোনো অভিযানের অধিকার আজারবাইজানের আছে।

### কাগজপত্রের দাবিতে দক্ষিণ মেক্সিকোর আশ্রয় নিবন্ধন কার্যালয়ে জোর করে ঢুকে পড়ে অভিবাসন প্রত্যাশীরা

**তাপাচুলা ঃ** কাগজপত্রের দাবিতে, সোমবার মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যালয়ে, জোর করে ঢুকে পড়ে অভিবাসন প্রত্যাশীরা। এদের বেশিরভাগই হাইতি থেকে আসা অভিবাসন প্রত্যাশী । বিপুল সংখ্যক অভিবাসন প্রত্যাশী ধাতব ব্যারিকেড ভেঙ্গে তপাচুলা শহরের কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। তারা সেখানে দায়িত্বরত ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর অফিসার ও পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে ঐ কার্যালয়ে প্রবেশ করে।এ সময় হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কিতে বেশ কয়েকজন পদদলিত হন। কর্তৃপক্ষ পরে আলোচনা করে অনেককেই ফিরে যেতে রাজি করতে সমর্থ হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। মেক্সিকোতে আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার এই উত্তেজনা দেখা দেয়। এ বছর এখন পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা এক লাখের উপরে পৌঁছেছে।

হতাশাগ্রস্ত বহু সংখ্যক অভিবাসন প্রত্যাশী জানান, গুয়াতেমালা সীমান্তের কাছে অবস্থিত, তাপাচুলা শহরের এই দপ্তরে আসার তারিখ পেতে অনেক ক্ষেত্রে তাদের কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। এই অভিবাসন প্রত্যাশীদের অনেকেই এসেছেন কিউবা ও হন্ডুরাস থেকে।

মেক্সিকান কমিশন ফর রিফিউজি অ্যাসিসটেন্স পরিচালিত এই অফিসে অভিবাসন প্রত্যাশীরা, মেক্সিকোতে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারে। তবে, বেশির ভাগই আরো নিরাপদে এবং সহজে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রমের লক্ষ্যে এই কাগজপত্র ব্যবহার করতে চান।

## ইউক্রেন শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাব্রামস ট্যাংক পাবে, বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অস্টিন

**বার্লিন ঃ** মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, পেন্টাগন প্রতিশ্রুত এম ওয়ান আব্রামস ট্যাংকগুলো শীঘ্রই ইউক্রেনে পৌঁছাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইউক্রেনীয় পাইলটদের এফ সিক্সটিন জেট সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রচেষ্টা প্রসারিত করা হচ্ছে।

জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ইউক্রেন ডিফেন্স কন্টাক্ট গ্রুপের একটি বৈঠকে অস্টিন মিত্রদের প্রতি ইউক্রেনকে প্রয়োজনীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ রাশিয়া বন্দর এবং শস্য ভান্ডারের মতো অবকাঠামো স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাচ্ছে। পেন্টাগন প্রধান ইউক্রেনের নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুস্তেম উমেরভের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি এই মাসের শুরুতে ওলেক্সি রেজনিকভের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছেন, রাশিয়ার বিমান হামলা পশ্চিম ইউক্রেনের শহর লেভিভকে আঘাত করেছে, এতে একজন নিহত হয়েছে।

লেভিভের মেয়র আন্দ্রি সাদোভি টেলিগ্রামে বলেছেন, হামলাটি তিনটি গুদামে আঘাত করেছে। গুদামগুলোতে জানালা, গৃহস্থালির রাসায়নিক এবং ত্রাণ সহায়তা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ইউক্রেনের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ সমন্বয়কারী ডেনিস ব্রাউন রাশিয়ার হামলার নিন্দা করে বলেছেন, গুদামগুলোর মধ্যে একটি ভ্যাটিকানের প্রধান দাতব্য সংস্থা কারিতাসের অন্তর্ভুক্ত।

পোল্যান্ডের সাথে ইউক্রেনের সীমান্তের কাছে অবস্থিত লেভিভ ইউক্রেনে পশ্চিমা সহায়তা প্রবেশের মূল কেন্দ্র। শহরটি রাশিয়ার হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা রাশিয়ার ৩০টি ড্রোনের ২৭টি ধ্বংস করেছে দক্ষিণ, মধ্য এবং পশ্চিম ইউক্রেনে সেগুলোকে প্রতিহত করা হয়। সেনাবাহিনী আরও বলেছে, তারা দেশটির পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার একটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

**সংরক্ষণ বিল** — এই বিল আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী

# নতুন সংসদ ভবনে প্রথম অধিবেশনের দিনে পেশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল

**নয়া দিল্লি ঃ** ভারতের নতুন সংসদ ভবনে মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর পেশ হল বহু প্রতিক্ষীত মহিলা সংরক্ষণ বিল। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে এই বিলে। মঙ্গলবার বিলটি সংসদে পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল। এই বিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'নারী শক্তি বন্দন'।

সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রের ডাকে সংসদে শুরু হয়েছে বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশন পুরনো সংসদ ভবনে শুরু হলেও মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ভবনে অধিবেশন শুরু হল।

নতুন ভবনে প্রথম দিনই মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করল মোদী সরকার। সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংবাদ সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই এই বিল অনুমোদন পায়।

মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক দিন। নতুন সংসদ ভবনে প্রথম কার্যধারা হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নারী শক্তির জন্য পথ খুলে দেওয়ার সূচনা হল।

তিনি আরও বলেন, আমি সমস্ত মহিলাদের আশ্বস্ত করতে চাইছি যে আমরা এই বিলটি একটি আইন রূপে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি উভয় কক্ষের (উচ্চ ও নিম্নকক্ষ) সকল সদস্যকে সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাস করানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর নতুন ভবনে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে অধীর চৌধুরী 'মহিলা সংরক্ষণ বিল'-এর ইতিহাস নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস আমলে এই বিলটি আনা হয়েছিল। এই বিল আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। সেই সময় বর্তমান শাসক দলের সাংসদরাই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

### সনিয়া গান্ধীর মন্তব্য ইয়ে আপনা হ্যায়

মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গাঁধী এই ব্যাপারে দলের কৃতিত্ব দাবি করেন। সংসদে ঢোকার মুখে মহিলা বিল সম্পর্কে বলেন, ইয়ে আপনা হ্যায়। অর্থাৎ এটা আমাদের।

মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গাঁধী এই ব্যাপারে দলের কৃতিত্ব দাবি করেন। সংসদে ঢোকার মুখে মহিলা বিল সম্পর্কে বলেন, ইয়ে আপনা হ্যায়। অর্থাৎ এটা আমাদের।

মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর মোদী সরকার মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করল নতুন সংসদ ভবনে প্রথম দিনের অধিবেশনে। এদিন পুরনো ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ সাংসদরা হেঁটে নতুন ভবনে প্রবেশ করেন।

সোমবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর প্রস্তাব গ্রহণ করায় মঙ্গলবার সকালে জল্পনা শুরু হয় এদিনই সেটি সংসদে পেশ করা হবে। এবং তা পেশ হয়।

সোমবার রাত থেকেই কংগ্রেস সহ একাধিক দল এই বিল নিয়ে কৃতিত্ব দাবি করতে থাকে। মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গাঁধী এই ব্যাপারে দলের কৃতিত্ব দাবি করেন। সংসদে ঢোকার মুখে মহিলা বিল সম্পর্কে বলেন, ইয়ে আপনা হ্যায়। অর্থাৎ এটা আমাদের।

বস্তুত সংসদে, বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পরই উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রয়াত রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধীর পর কংগ্রেসের আরও দুই প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এবং মনমোহন সিংহ এই বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হন। ব্যক্তিগত এবং দলগতভাবে উদ্যোগ নেন সনিয়া গান্ধী। তিনি এবং রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লিখে মহিলা বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হতে বলেন।

পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, এখন মোদী সরকার বিলটি পাশ করিয়ে রাজনৈতিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারে বুঝেই কংগ্রেসও আগেভাগে পাল্টা প্রচার শুরু করেছে। দলের সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরদার প্রচার শুরু করা হয়েছে। সনিয়ার দুই শব্দের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেস।

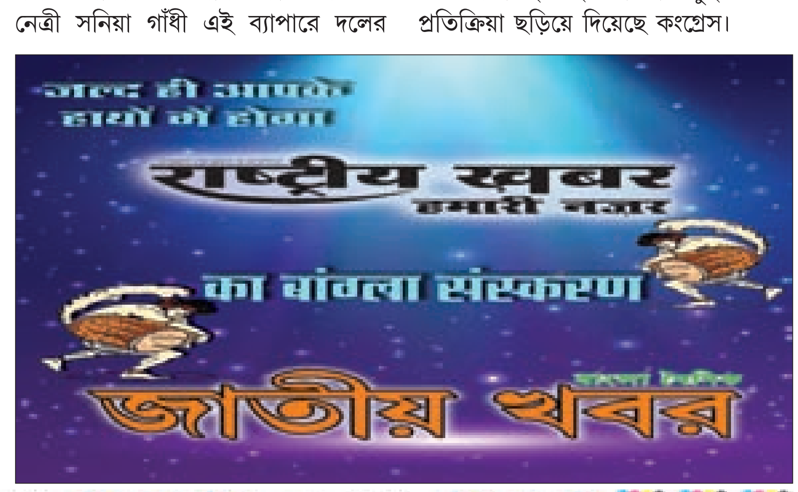

# ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার শিলিগুড়িতে

**শিলিগুড়ি ।** ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন কুখ্যাত দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সঞ্জয় ভগত, রাজু গুপ্তা এবং রাজেশ যাদব। শনিবার রাতে অভিযুক্তরা মহানন্দা নদীর পার্বতী ঘাট এলাকায় বসে ডাকাতির ছক কসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রধান নগর থানার পুলিশ ওই এলাকায় হানাদেয়। এবং অভিযানে তিন দুস্কৃতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এদের সাথে আরো কেউ ছিল কিনা তা জানতে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্তদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে চাকু রডসহ ডাকাতের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা আরো বেশ কিছু জিনিসপত্র। প্রধান নগর থানার পুলিশ অভিযুক্ত তিনজনকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায়। অভিযুক্তরা কোথায় ডাকাতির ছক করছিল এবং এই চক্রে আর কারা কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানা।

## দেশী মদ সহ গ্রেফতার ১

**জলপাইগুড়ি ঃ** শনিবার রাতে অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান বিশেষ দল। অভিযানে নেমে ১৭ বোতল দেশী মদ উদ্ধার করেন পুলিশ। ময়নাগুড়ি বোলবাড়ি এলাকা থেকে একজনকে হাতে নাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম হরিদাস পাল।ধৃতকে রবিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

## মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সন্তরণ বিভাগের উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন

**মালদা ঃ** মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সন্তরণ বিভাগের উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুইমিংপুলে ৩৪ তম বাৎসরিক সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৭৫ টি ইভেন্টে মোট ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায়। উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্য দুলাল সরকার, সন্তরণ বিভাগের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা সহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রেমীরা। এক দিবসীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয় এদিন ।

## প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মালদা সি আই ডির বিশেষ দল

**মালদা ঃ** প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মালদা সি আই ডির বিশেষ দল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার দক্ষিণ রায়পুর এলাকায় হানা দেয় সিআইডির বিশেষ দল। গ্রেফতার করা হয় কালিয়াচকের বাসিন্দা সাফিকুল শেখ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা জেনারুল হককে। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় প্রায় এক কেজি বেআইনি ব্রাউন সুগার। আজ তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

## ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে

**শিলিগুড়ি ঃ** ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে বেশকয়েকজন যুবক ভাড়া থাকতেন।গতকাল রাতে কাজ থেকে ফিরে এসে সকলেই ঘুমিয়ে ছিলেন।শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারেন সেখানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সাতটি মোবাইল ফোন সহ নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

## শিক্ষক দিবসকে মাথায় রেখে ওর্য়াডের প্রায় শতাধিক কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবদ্ধিত করা হলো ২৩ নম্বর ওর্য়াড কমিটির পক্ষ থেকে

**শিলিগুড়ি ঃ** শিক্ষক দিবসকে মাথায় রেখে ওর্য়াডের প্রায় শতাধিক কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবদ্ধিত করা হলো ২৩ নম্বর ওর্য়াড কমিটির পক্ষ থেকে।আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ডাবগ্রাম প্রীতিলতা ভবনে কৃতি ছাত্র ছাত্রী ও গুনিজনদের সংবদ্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওর্য়াডের পুরমাতা লক্ষ্মী পাল পুর চেয়ারম্যানপ্রতুল চক্রবর্তী জেলা বিদ্যালয় এর সভাপতি মদন ভট্টাচার্য অন্যান্য অতিথিরা কৃতিদের হাতে সন্মান তুলেদেন।

## সাত দিন নিখোঁজ থাকা যুবককে উদ্ধার করলো পুলিশ

**মালদা ঃ**অবশেষে সাত দিন নিখোঁজ যুবক থাকা যুবককে উদ্ধার করল গাজল থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর শনিবার ওই যুবককে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ মোবাইলের সূত্র ধরে নিখোঁজ থাকা ঐ যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ওই যুবকের নাম ধনীশ্বর সরকার । তবে ওই যুবক কোনরকম ভাবে অপহরণ হয় নি। কি কারনে নিখোঁজ হয়েছিল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## বাড়ির সীমানা পাঁচিল দেওয়া চাটাই রাস্তার সামনে পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এক দম্পতিকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী একটি পরিবারের বিরুদ্ধে

**মালদা ঃ** বাড়ির সীমানা পাঁচিল দেওয়া চাটাই রাস্তার সামনে পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এক দম্পতিকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী একটি পরিবারের বিরুদ্ধে । শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার রথবাড়ি এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই দম্পতিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। আক্রান্ত গৃহবধুর অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় হামলাকারী প্রসেনজিৎ মন্ডল , বিনা মণ্ডলসহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দম্পতির নাম কার্তিক মণ্ডল (৪৬) এবং সান্তনা মন্ডল (৩৭)। আক্রান্ত কার্তিক মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন সকালে তাদের বাড়ির সামনে সীমানা পাঁচিল দেওয়া একটি চাটাই রাস্তার ওপর পড়ে যায়। সেই সামান্য অজুহাত নিয়ে প্রতিবেশী অভিযুক্তরা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে। সেই চাটাই পড়ে নাকি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর এই অজুহাতে ঝগড়া করার সময় অতর্কিতে প্রসেনজিৎ মন্ডল ও তার পরিবারের লোকেরা হাঁসুয়া নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। তাতেই দুইজন গুরুতর যখন হয়েছেন।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

## দেশের রাজনীতিকে অপরাধী ভাবমূর্তির মানুষ মুক্ত করার কাজ অসম্পূর্ণ

**অভিজিৎ রায়**

রাজনীতিতে অপরাধপ্রবণ ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। সাধারণত সব দল ও তাদের নেতারা এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও পরিহাসের বিষয় হলো এখন পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবস্থা তৈরি হয়নি যাতে কোনো অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে সংসদ বা বিধানসভায় পৌঁছাতে বাধা দেওয়া যায়। বর্তমান আইন প্রণীত বিধানে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পরে এ বিষয়ে আর কার্যকর থাকে না। বিনা কারনে আজও দেশের রাজনীতিকে অপরাধী ভাবমূর্তির মানুষ মুক্ত করার কাজ অসম্পূর্ণ। এখন এই ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্টের অ্যামিকাস কিউরি তার এক প্রতিবেদনে বলেছেন যে কোনও ব্যক্তি যদি কোনও অপরাধে একবার দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আজীবন নিষিদ্ধ করা উচিত। এই প্রতিবেদনটিকে রাজনীতিতে অপরাধপ্রবণ ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে দেখা হচ্ছে।এটি লক্ষণীয় যে বর্তমান আইন ব্যবস্থার অধীনে, আদালত কর্তৃক যে কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এবং দুই বছরের বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়া হয়, তবে এই সময়কাল ছয় বছরের জন্য। এই সময়ের পরে, একই ব্যক্তি আবার সংসদ বা বিধানসভার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং বিজয়ী হওয়ার পরে, জনপ্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

এখন অ্যামিকাস কিউরি তার প্রতিবেদনে বলেছেন, সংসদ সদস্যদের আরও ধার্মিক ও আইন কানুন মেনে চলা উচিত। যেহেতু সাংসদ এবং বিধায়করা জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, একবার নৈতিক অপরাধে জড়িত থাকলে তাদের নির্বাচনী রাজনীতি থেকে স্থায়ীভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে, এটি বিবেচনা করা উচিত যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য পরিষেবা বিধি অনুসারে, নৈতিক স্খলনজনিত কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে, তবে রাজনীতিবিদদের তা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। বিষয়টি কি ভিন্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে? তবে, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে তুলনা প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রশ্ন হল এটাকে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলে গণ্য করা যায় কি না?

স্পষ্টতই, এই বিষয়ে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দরকার, যার মাধ্যমে রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধীকরণ থেকে মুক্ত করা যায়। কিন্তু আজ সারা দেশে অনেক সাংসদ ও বিধায়ক রয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বেড়েছে। এডিআর অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিসার্চের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বর্তমান সংসদ সদস্যদের প্রায় ৪০ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

এসব মামলার ২৫ শতাংশই গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত, যার মধ্যে খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, নারী নির্যাতনের মতো মামলা রয়েছে। প্রশ্ন হলো, দেশের সংসদেও এ অবস্থায় রাজনীতিকে অপরাধমূলক ভাবমূর্তি থেকে মুক্ত করার সদিচ্ছা থাকলে কী অর্জিত হবে? এটা নিঃসন্দেহে বিড়ম্বনার বিষয় যে, অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও একজন ব্যক্তি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি জনগণের জন্য ভালো করার প্রতিশ্রুতি ও দাবি করেন এবং নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি আইনসভায় বসে আইন প্রণয়নে অংশ নেন।

# মালদা শহরের বিভূতিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয়

**মালদা ঃ** মালদা শহরের বিভূতিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয়।শনিবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর এলাকায় বিভূতিভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয়।সপ্তম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবিরে রাজ্যের ৩৫ টি প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন আবেদনকারীরা। এদিন দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদনকারীদের ফরম ফিলাপ করে দেন ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দুলাল সরকার।তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ নিতে পারেন তার জন্য সপ্তম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তিনি নিজেও বয়স্ক মহিলাদের ফরম ফিলাপ করে দেন।

## ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগ মিড ডে মিলের আরো উন্নতি ও সঠিক পরিসেবা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আরবান এলাকার স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকা ও কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হলো মালদা টাউন হলে

**মালদা ঃ** ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগ মিড ডে মিলের আরো উন্নতি ও সঠিক পরিসেবা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আরবান এলাকার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হলো মালদা টাউন হলে। সঠিকভাবে মিড ডে মিল ছাত্র ছাত্রীদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় বৈঠকের।পস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ অফিসার কাউসার আলী, ইংরেজবাজার শহর চক্রের এসআই রিতা চৌধুরী, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, কাকলি চৌধুরী, সন্ধ্যা দাস সহ অন্যান্য কাউন্সিলরা।মিড ডে মিলের রান্না স্কুলের পরিবেশ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে। মিড ডে মিলের পরিষেবা দিতে কি কি সমস্যা রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে। ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ফিল্ম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে সরকারি স্কুল গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। সঠিক পরিষেবা দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা করণীয় তা করা হবে।শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং মিড ডে মিলের রান্না যাতে ঠিকঠাক হয় তা নির্দেশ দেন ইংরেজবাজার শহর চক্রের এস আই রিতা চৌধুরী।

## ডুয়ার্সের ট্রেনরুটে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রানীর মৃত্যু ঠেকাতে শনিবার আলিপুরদুয়ার ডি আর এম অফিসে ফরেস্ট ও রেলের উচ্চপর্যায়ের একটি সমনবয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল

**আলিপুরদুয়ার** ডুয়ার্সের ট্রেনরুটে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রানীর মৃত্যু ঠেকাতে শনিবার আলিপুরদুয়ার ডি আর এম অফিসে ফরেস্ট ও রেলের উচ্চপর্যায়ের একটি সমনবয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডি আর এম অমরজিত গৌতম,পিসিসি এফ ওয়াইল্ড লাইফ উজ্বল ঘোষ সহ রেল ও ফরেস্টের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক রা। দীর্ঘক্ষন এই বৈঠক চলে।পরে ডি আর এম অমরজিত গৌতম ও পিসিসিএফ ওয়াইল্ড লাইফ উজ্বল ঘোষ সাংবাদিক দের জানান,ফরেস্ট ও রেল যৌথ মিটিং হল।শিলিগুড়ির সেভক থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত ১৬৩ কিলোমিটার ট্রেন রুটে যাতে বন্যজন্তু মারা না যায় সেদিকে দেখা হবে।এ ব্যাপারে আই ডি এস সিষ্টেম সারাভারতের মধ্যে এখানে কাজ করছে। কতটা ভালোভাবে কাজ করছে।আর এই সিষ্টেম আর কোথায় লাগু করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হল।এ ছাড়া এটি নিয়ে ফরেস্ট ও রেলের মধ্যে একটি কমিটি করা হয়েছে। ওই কমিটি এসব দেখবে।এছাড়া রেলের কন্ট্রোল রুমে ফরেস্টের কর্মী সব সময়ের জন্য রাখা হবে।তাতে রেল ও বনের সমনবয় হবে।এর আগে ট্রেনে কাটা পড়ে অনেক হাতির মৃত্যু হয়েছে।সেই সংখ্যা গত ২০ বছরে ১০০ র কাছাকাছি।যদিও গত তিন বছরে এই সংখ্যা টা কমেছে।গত তিন বছরে মাত্র ২ টি ঘটনা ঘটেছে।রেল ও বন দফতর আশাবাদি নতুন সিষ্টেম ফলপ্রসূ হবে।এবং বন্যপ্রানী মৃত্যু রোধ হবে।

## অনলাইনে ব্যবসার নামে আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় গ্রেফতার ১

**ময়নাগুড়ি ঃ** অনলাইনে ব্যবসা করার নাম করে এক নার্সের কাছ থেকে কয়েক লক্ষাধিক টাকার প্রতারনা করার অভিযোগ উঠলো সহকর্মীর বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জমা করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছেন।জানা যায়, ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের টেকনোলজিস্ট রাজীব রায় হাসপাতালের নার্স লিপিকা মন্ডলের কাছ থেকে অনলাইনে ব্যবসা করার জন্য আট লক্ষ দশ হাজার টাকা বিভিন্ন ভাবে নিয়েছে। এই ব্যবসায় প্রচুর লাভ রয়েছে বলে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে প্রথমে সায় দেন লিপিকা মন্ডল। এই ব্যবসার জন্য লিপিকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা অনলাইনে দেন এবং তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছেন বলে দাবি। কিন্তু পরবর্তীতে লিপিকা জানতে পারেন এই ব্যবসা পুরোপুরি ফ্রট এবং এটি চিটফান্ড কোম্পানি। পরে এই টাকার জন্য রাজীবকে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হলে টাকা দেয়নি। বরং তাকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন লিপিকা। এই ঘটনার পর নার্সের সহকর্মী রাজীব রায়ের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় মামলা করেন লিপিকা মন্ডল। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাজীব রায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে শনিবার ধৃত রাজীব রায়কে আদালতে পাঠানো হয়েছে।এই বিষয়ে লিপিকা মন্ডল বলেন, আমার কাছ থেকে অনলাইনে ব্যবসা করার জন্য রাজীব টাকা নিয়েছে। পরে আমি জানতে পারি এরকম কোনো ব্যবসা নেই এবং এটি পুরোপুরি একটি চিটফান্ড কোম্পানি। তাই রাজীবের কাছ থেকে টাকা চাইলে সে টাকা দিতে অস্বীকার করে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানায় আমি মামলা রুজু করেছিলাম। অন্যদিকে রাজীব রায় বলেন, আমি কোনো টাকা নেই নি। ও নিজের ইচ্ছায় এই ব্যবসায় যোগদান করেন এবং কোম্পানিকে পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা দিয়েছে। আমাকে কোনো নগদ টাকা দেয়নি। আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাসানো হচ্ছে।

## তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দীর্ঘ ছয় কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত জালাস নিজাম তারা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায়। দীর্ঘ ছয় কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো। এদিন পুরুষ মহিলা দুটি বিভাগে ম্যারাথন দৌড় শুভ সূচনা করেন। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ,দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ, শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী ঘোষ বড়ই, আইনুল হক, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, আকতার আলী, চন্দন কুমার রায় সহ তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা।এদিন এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয় ফাঁসিদেওয়া উচ্চতর বিদ্যালয় ময়দান থেকে মোহাম্মদ বক্স প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম পুরস্কার ৭ হাজার টাকা ও ট্রফি, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ হাজার ও ট্রফি, তৃতীয় পুরস্কার তিন হাজার টাকা ও ট্রফি, বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন।

## ঠাকুর পঞ্চানন ভার্মার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল কোচবিহার জুড়ে

**কোচবিহার ঃ** রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ৮৯ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কোচবিহার দি ক্ষত্রিয় সোসাইটির পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিনটিকে পালন করা হয়। এইদিন কোচবিহার পঞ্চানন পার্কে ও গুঞ্জবাড়ি পঞ্চানন বর্মা হলঘরে একত্রিত হয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দিনটিকে পালন করা হয়। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দি ক্ষত্রিয় সোসাইটির মাননীয় সভানেত্রী শ্রী অন্যময়ী অধিকারী, উপস্থিত ছিলেন রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার একমাত্র পুত্র শ্রী সুরজিৎ বর্মা, সম্পাদক শুভদীপ সরকার সহ অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে রাস মেলা মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ থেকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

## চাঁচলে কেদারের পর এবার বদ্রী! খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে সূচনা হলো দুর্গাপুজোর

**মালদা ঃ** খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে সূচনা হলো দুর্গাপুজোর। রথ যাত্রার পর থেকেই বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু। বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে খুঁটিপুজো। পূজা উদ্যোক্তারা খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তাদের পূজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।রবিবার দিন মালদা জেলার চাঁচল দক্ষিণ পাড়া দূর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় খুঁটি পূজার। উপস্থিত ছিলেন, পুজো কমিটির সভাপতি অমিতেস পাণ্ডে, সম্পাদক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সমু ভট্টাচার্য, মৃন্ময় রায়, সৌরভ ঝা সহ অন্যান্য ক্লাব সদস্যরা। ঢাক কাঁসর বাজিয়ে এদিন খুঁটি পূজার আয়োজন করা হয়। খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তাদের পুজোর সূচনা হয় বলে জানান, অমিতেশ পান্ডে।তিনি বলেন, এবারে এই দুর্গোৎসব ১৭ তম বর্ষ পদার্পণ করল। এছাড়া ও পুজোর থিম বদ্রিনাথ,আলোকসজ্জা ও প্রতিমা থাকবে চোখে পড়ার মতো।প্রতিমা শিল্পীরা লালু পাল এবং মণ্ডপ সজ্জার দায়িত্বে রয়েছে বাপ্পা ডেকেরোটর ।এছাড়াও খুঁটি পূজার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়।

## ফুলবাড়ি তিস্তা ক্যানেলে তলিয়ে গেল এক যুবক,ব্যাপক চাঞ্চল্যে

**শিলিগুড়ি** ফুলবাড়ি তিস্তা ক্যানেলে তলিয়ে গেল এক যুবক। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ওই যুবকের নাম মৃগাঙ্ক চৌধুরি(২৩)। সে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়া এলাকায় বাসিন্দা। জানা গিয়েছে যে শনিবারে রাতে দুই বন্ধু মিলে তিস্তা ক্যানেল এলাকায় আসেন। সেই সময় মৃগাঙ্ক হঠাৎই জলে পড়ে যায়।ঘটনার পর বন্ধুর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলেও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিন সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে এনজেপি থানার পুলিশ ও ডিজাস্টার গ্রুপের সদস্যরা পৌঁছায়। এবং সকাল থেকেই তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলায় দল।

## আজকের দিনটি

**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

# শুরুতেই ছন্দপতন 'ইন্ডিয়া' জোটের?

**কলকাতা (পায়েল সামন্ত ) ঃ** আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরুর আগেই ছন্দপতন 'ইন্ডিয়া' জোটে। সমন্বয় কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে না সিপিএম।

আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। তার আগে ২৮টি দল একমঞ্চেএসে গড়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট। ১২টি দল নিয়ে এই মঞ্চ পথচলা শুরু করলেও ক্রমশ বাড়ছে সদস্য সংখ্যা। ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে পাটনা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ে।

'ইন্ডিয়া'র লক্ষ্য কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তাদের সহযোগীদের টেক্কা দেয়া। যখন রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়া নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার কথা, সেই সময়ই তাল কেটেছে!

এই সমঝোতা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি করেছে সমন্বয় কমিটি। এই কমিটির সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল সিপিএমকে এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা কোনো প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে না।

সিপিএমের পলিটব্যুরো বৈঠকে বসেছিল ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর। সমন্বয় কমিটিতে কে সিপিএমের প্রতিনিধি হবেন, সেই নাম ঠিক হবে বলে জল্পনা ছিল। কিন্তু বাম দলটি প্রতিনিধি পাঠানো দূরের কথা, সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রয়োজন নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে।

পলিটব্যুরোর মতে, 'ইন্ডিয়া' কোনো জোট নয়, এটি রাজনৈতিক দলগুলির ব্লক। এখানে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োজন নেই। পলিটব্যুরোর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, ''আসন সমঝোতার বিষয়টি প্রত্যেক রাজ্যে ঠিক হওয়ার কথা। তাহলে কেন্দ্রীয় স্তরে কমিটি গড়ে কী লাভ? কে কটা আসন খালি রাখবে, কার পাদুকা রাখা হবে, সেই আলোচনার জন্য!''

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে সেলিমের এই 'পাদুকা' কটাক্ষ আগেই শোনা গিয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর সমন্বয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি তৃণমূলের শীর্ষ নেতা। সেদিন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইডির তলবে তিনি হাজিরা দেন কলকাতার নিজাম প্যালেসে। জোটের বৈঠকে একটি আসন খালি রাখা হয় অভিষেকের জন্য। তারপরই সেলিম 'পাদুকা রাখার' কথা বলেছিলেন।

তা হলে অভিষেক আছেন বলেই কি সিপিএম দূরে থাকতে চাইছে? সিপিএমের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি পলিটব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''ইন্ডিয়া একটা মঞ্চ। এর কোনো সাব কমিটি থাকার দরকার নেই। আমরা এ ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে ঢুকব না। তাই কমিটিতে আমাদের প্রতিনিধি থাকছেন না। সিদ্ধান্ত মঞ্চের নেতৃত্বই নিতে পারবেন।''

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি এ রাজ্যে তৃণমূল বিরোধিতায় এখনো সরব। একই মত প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের। তৃণমূল বিরোধিতার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের বাম ও কংগ্রেস এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোটে থাকা সত্ত্বেও।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ও সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধেই সিপিএম লড়বে, এই বার্তাটা ওই দলের নেতৃত্ব কর্মীদের দিতে চাইছেন। জোটের সব দলের নেতারা যখন বৈঠকে বসবেন, তখন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হবে। সমন্বয়ে কমিটিতে হবে না। সিপিএম তো জোট থেকে বেরিয়ে আসেনি।''

অথচ প্রকাশ্যে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্কই এখন দেখা যাচ্ছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নিচুতলার নেতারা ধন্দে রয়েছেন।

সিপিএম প্রসঙ্গে অভিষেক বলেছেন, ''বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিপিএম কী করবে, সেটা তারাই বলতে পারবে। তৃণমূল কংগ্রেস 'ইন্ডিয়া' জোটকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিকে সরাতে চায়।''

বিজেপি এই জোটকে বারবার কটাক্ষ করছে। সিপিএমের সমন্বয়ে কমিটিতে না থাকা সম্পর্কে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, ''ক্ষমতার লোভে এই দলগুলি এক জায়গায় এসেছে। এদের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হতে পারে না।''

সিপিএমের সিদ্ধান্তে কি গোড়াতেই ছন্দপতন হলো ইন্ডিয়া জোটে? প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেন, ''সিপিএম অনেক ছোট দল। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের আঞ্চলিক বাধ্যবাধকতা ভেবেই তাদের এগোতে হবে। সেটাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আগেই স্বীকার করেছেন। সে কারণেই বিজেপি বিরোধী মঞ্চে থাকলেও তৃণমূল ও কংগ্রেসের বিরোধিতা সিপিএমকে চালিয়ে যেতেই হবে।''

সম্প্রতি দেশজুড়ে যে ছটি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে, তার পাঁচটিতেই কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে। ফলে আড়াইশোর বেশি যে আসনে সরাসরি কংগ্রেস ও বিজেপি লড়াই হবে, সেখানে বিরোধী ভোট ভাগ না হলে গান্ধী ব্রিগেডের সুবিধা। একথা মনে করিয়ে শুভাশিস বলেন, ''কংগ্রেস অনেক বড় দল। তাই রাজ্য নেতৃত্বের কথা শুনলেও তারা জাতীয় প্রেক্ষাপটকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভারসাম্য রেখে এগোচ্ছেন।''

## জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে চীনের তীব্র প্রতিক্রিয়া

**বেইজিং ঃ** চীনের প্রেসিডেন্টকে 'ডিক্টেটর' হিসেবে বর্ণনা করায় জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবকের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে চীন। বেইজিংয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে তলব করে ক্ষোভ জানানো হয়েছে।

শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে চীনের অনেক আচরণ পশ্চিমা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আসছে। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতায় এখনো বড় কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যথেষ্ট শীতল রয়েছে। বিশেষ করে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার পর চীন যেভাবে মস্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরো পাকাপোক্ত করেছে, তা বড় ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক নেতা প্রকাশ্যে শি জিনপিংয়ের কড়া সমালোচনা করছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পর জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক সম্প্রতি শিকে 'ডিক্টেটর' বা একনায়ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্, সর্বোচ্চ নেতা সম্পর্কে এমন মন্তব্য চীনের পছন্দ নয়। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের জেরে সে দেশ বেইজিংএ নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত পাট্রিসিয়া ফ্লোরকে তলব করে কড়া নিন্দা করেছে। সোমবার রাতে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই খবর জানিয়েছে। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং এ দিন বলেন, বেয়ারবকের মন্তব্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং চীনের রাজনৈতিক মর্যাদার গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেছে। এমন 'খোলামেলা রাজনৈতিক প্ররোচনা'রও নিন্দা করেন তিনি। মাও আরো বলেন, বেয়ারবকের মন্তব্যের বিরোধিতা করে চীন কূটনৈতিক পথে জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়ে টেক্সাস রাজ্যে ফক্স নিউজ নেটওয়ার্ককে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, এই যুদ্ধে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের জয় হলে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংএর মতো বিশ্বের বাকি 'ডিক্টেটর'দের জন্য সেটা কোন বার্তা বয়ে আনবে? বেয়ারবক আরো বলেন, সে কারণে ইউক্রেনকে এই যুদ্ধ জিততেই হবে। তাঁর মতে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয় আবশ্যক। সোমবার চীনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর তিনি শুধু বলেন, তিনি এ বিষয়ে অবগত রয়েছেন। চীনের সঙ্গে জার্মানির রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রতি কিছুটা শীতল হয়ে পড়ছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে জার্মান সরকার প্রথমবারের মতো চীনের প্রতি কৌশলগত অবস্থান সংক্রান্ত এক নথি প্রকাশ করেছে। তাতে চীনের উপর নির্ভরতা কমানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে বরং ঝুঁকি এড়ানোর প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব মূল্যবোধ ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির কথাও বলা হয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জার্মানির এমন অবস্থানের সমালোচনা করেছিল। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস চীনা প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবকের মন্তব্য সম্পর্কে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানান নি। এক সরকারি মুখপাত্র বলেন, নীতিগতভাবে জার্মান চ্যান্সেলর তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের মন্তব্যের মূল্যায়ন করেন না। তিনি আরো বলেন, মনে রাখতে হবে যে চীন এক দলীয় কমিউনিস্ট শাসনের আওতায় রয়েছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে জার্মানির ধারণার সঙ্গে সেই ব্যবস্থার কোনো মিল নেই। তবে জার্মান চ্যান্সেলরও বেয়ারবকের সাম্প্রতিক মন্তব্যের সঙ্গে একমত কিনা, সে বিষয়ে জার্মান সরকারি মুখপাত্র কিছু বলেন নি।

# ইসরায়েলের অভিযোগ সত্ত্বেও নিজ রাষ্ট্রদূতকে জার্মানির সমর্থন

**ইসরায়েল ঃ** ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্টের এক শুনানিতে সে দেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত উপস্থিত থাকার ঘটনা ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করেছে ইসরায়েল।

তবে নিজ রাষ্ট্রদূতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন বর্তমান অতি দক্ষিণপন্থি ও রক্ষণশীল সরকার দেশটির বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে দেশটিতে অনেকদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে। এই বিষয়ে গত সপ্তাহের মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানির রাষ্ট্রদূত স্টেফান সাইবার্ট সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি তিনি এক্সএ ভিডিও পোস্ট করে সবাইকে জানিয়েছিলেন। সঙ্গে লিখেছিলেন, ''আমার মনে হয় ইসরায়েলের গণতন্ত্রের জন্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটছে, এবং আমরা, ইসরায়েলের বন্ধু হিসাবে, সুপ্রিম কোর্টের দিকেও অনেক আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি। আমি এটা নিজে উপস্থিত থেকে দেখতে চেয়েছি।''

বার্লিনে ইসরায়েলের দূতাবাসের একজন মুখপাত্র ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোয়েনের নির্দেশ পাওয়ার পর ইসরায়েলের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জার্মান রাষ্ট্রদূত সাইবার্টের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবাদল জানিয়েছেন। একই বার্তা জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও পাঠানো হয়েছে।

জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রদূত সাইবার্টের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ডয়চে ভেলেকে জানান, ''যথাযথ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, বিশেষ করে বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে হয়েছে, প্রত্যেক কূটনীতিকের স্বাভাবিক কাজের মধ্যেই পড়ে।'' তিনি বলেন, সাইবার্টের এমন শুনানিতে যোগদান ছিল ''সাধারণ কূটনৈতিক অনুশীলনের এক চমৎকার উদাহরণ।''

চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসও সাইবার্টের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সোমবার তিনি বলেন, ''জার্মান রাষ্ট্রদূত সুস্পষ্ট নীতি মেনে চলা একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল মানুষ। আমার মনে হয় সেটা সবাই জানেন ইসরায়েলেরও সবাই জানেন।''

কূটনীতিক হওয়ার আগে সাইবার্ট সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন।

## কোভিডে আক্রান্ত জার্মানির অর্থ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী

**বার্লিন ঃ** জার্মানিতে আবার কোভিড বাড়ছে। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন অর্থ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস ও অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান লিন্ডনার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। ডিপিএ জানিয়েছে, লিন্ডনারের মৃদু ফ্লুর উপসর্গ রয়েছে। তিনি এখন বাড়ি থেকেই কাজ করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পিস্টোরিয়াসের জার্মানির দুইটি রাজ্যে যাওয়ার কথা ছিল। তা বাতিল করা হয়েছে। অ্যামেরিকার নেতৃত্বাধীন ইউক্রেন ডিফেন্স কনট্যাক্ট গ্রুপের বৈঠকে তিনি থাকতে পারবেন না। ইউক্রেনের বন্ধু দেশগুলির প্রতিনিধিরা মার্কিন বিমানঘাঁটিতে মিলিত হচ্ছিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে আর কীভাবে সাহায্য করা যায়, তানিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে। এই বৈঠকের আগেই পিস্টোরিয়াস ঘোষণা করেছেন, জার্মানি ইউক্রেনকে অস্ত্র কেনা ও ত্রাণের জন্য ৪০ কোটি ইউরো দেবে। গত এক সপ্তাহ ধরে জার্মানিতে কোভিড সংক্রমণ আবার বাড়ছে।

## আইফোন ১২ বিকিরণ ঃপরীক্ষা করবে জার্মানিও

**বার্লিন ঃ** ফ্রান্সের পদক্ষেপের পর আইফোন ১২-এর বিকিরণ পরীক্ষা করে দেখার কথা জানিয়েছে জার্মানিও। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরো কয়েকটি দেশও ফ্রান্সের পথ অনুসরণ করতে পারে। ফ্রান্সের পদক্ষেপের পর আইফোন ১২-এর বিকিরণ পরীক্ষা করে দেখার কথা জানিয়েছে জার্মানিও। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরো কয়েকটি দেশও ফ্রান্সের পথ অনুসরণ করতে পারে। গত মঙ্গলবার ফ্রান্সের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রক সংস্থা এএনএফআর ফ্রান্সে আইফোন ১২ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে অ্যাপলকে। ফোনটির বেতার তরঙ্গের বিকিরণ আইনগত মাত্রার চেয়েও অতিরিক্ত বলে তাদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। ফ্রান্সের পদক্ষেপের পরে ইউরোপের অন্য দেশগুলোও নড়েচড়ে বসেছে। জার্মানির সরকারি সংস্থা বিনেটসএ জানিয়েছে, তারাও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। এ বিষয়ে ফ্রান্সের সংস্থার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে বলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছে দেশটির ফেডারেল নেটওয়ার্ক এজেন্সি। বেলজিয়ামের ডিজিটাল অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ম্যাথিউ মিশেল জানিয়েছেন, আইফোন ১২ এর স্বাস্থ্যঝুঁকি পরীক্ষা করে দেখার তিনি দেশটির টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নির্দেশ দিবেন। তিনি বলেন, ''আমাদের নাগরিকদের নিরাপদ রাখা আমার কর্তব্য।''

## সম্পাদকীয়

### সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মোদী সরকারের ভাবনায় ওবিসি সংরক্ষণ, মহিলা বিলে জাতিগত কোটা

ভারতে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী সরকার মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করেছে। সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে বিলটি চলতি অধিবেশনে পাশ করানোর সিদ্ধান্ত হয়। তারপরই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, যে কারণে বিগত ২৭ বছর যাবৎ বিলটি পাশ করানো যায়নি সেই মৌলিক বিরোধের কি সমাধান সূত্র থাকবে নয়া বিলে, তাই ঘিরে। অর্থাৎ বিজেপির একাংশসহ বিভিন্ন দলের দাবি মতো বিলে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে ওবিসি, এসসি অর্থাৎ তফসিলি জাতি এবং এসটি বা তফসিলি উপজাতিদের জন্য কোটা থাকবে কি না তাই নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির একাংশের বক্তব্য, আগের বিলটি হুবহু পাশ করালে মোদী সরকার আলাদা করে কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারবে না। কারণ বিলটি পাশ করানো নিয়ে কংগ্রেসসহ প্রথম সারির দলগুলির কোনও আপত্তি নেই। কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী কয়েক দিন আগেও প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বিলটি পাশ করানোর অনুরোধ করেছেন।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী সব মিলিয়ে এই ইস্যুতে মোদীকে ছয়টি চিঠি দিয়েছেন। পাশাপাশি নানা সময় সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলা বিল নিয়ে সংসদে তার লড়াই একটা সময়ে গোটা দেশ দেখেছিল। ফলে লোকসভা ভোটের প্রচারে মহিলা বিল পাশ করানোর কৃতিত্ব বিজেপি একা দাবি করতে পারবে না। বিজেপি সূত্রের খবর, নরেন্দ্র মোদী এই কারণেই মহিলাদের জন্য যে ১৮১টি আসন সংরক্ষিত হতে যাচ্ছে তার মধ্যে ওবিসি, এসসি এবং এসটি সম্প্রদায়ের জন্য কোটা বরাদ্দ করতে পারেন। লালু প্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার, মায়াবতী, বিজেপির উমা ভারতীরা দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপিও মোদী জমানায় দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসি ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাই লোকসভা ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের পাশাপাশি জাতিগত সম্প্রদায়কেও খুশি করার পথে হাঁটতে পারেন, এমনটাই জানা যাচ্ছে বিজেপি শিবির থেকে। তবে মহিলাদের আসনে জাতিগত কোটা চালু করার আগে সংসদ এবং বিধানসভা, বিধান পরিষদের আসনে ওবিসি সংরক্ষণ চালু করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। বিজেপি শিবিরের খবর, লোকসভা ভোটের আগে চলতি সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মাস্টার্স স্ট্রোক দিতে পারেন সংসদে ওবিসি সংরক্ষণ চালু করে। নরসিংহ রাও সরকার ১৯৯১-এ সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনী এনে পঞ্চায়েত ও পুরসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্যেই সেই সংরক্ষণের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। অন্যদিকে, প্রশাসনিক নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্যে চালু হয়েছে ওবিসি সংরক্ষণও। এ বছরের গোড়ায় উত্তর প্রদেশ সরকার প্রশাসনিক নির্দেশ বলেই পঞ্চায়েত ও পুরসভায় ওবিসি সংরক্ষণ চালু করে। যদিও তারজন্য অনেক আইনি বাধার মুখে পড়তে হয়। বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, সংসদে বিল পাশ করিয়ে রাজ্যসভা লোকসভা, বিধানসভা এবং বিধান পরিষদে ওবিসি কোটা চালু হলে আইনি বাধা দূর হবে। মহিলাদেরও জাতিগত সংরক্ষণ দিতে সমস্যা হবে না। বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে কাবু করতে মোদী সরকার এই পদক্ষেপ করতে পারে বলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের খবর। ইন্ডিয়া জোট জাতিগত গণনার ব্যাপারে একপ্রকার সহমত হয়েছে। দলিত, জনজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণির যথেষ্ট আর্থসামাজিক উন্নতি হয়নি দাবি করে জোটের বেশির ভাগ দল এই গণনায় সায় দিয়েছে, যা মোদী সরকার মানতে নারাজ। কিন্তু মোদী সরকার ওবিসি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে ইন্ডিয়া জোটের দলিত, জনজাতি, ওবিসি রাজনীতি বড় ধাক্কা খাবে, কোনও সন্দেহ নেই, এমনই মত পর্যবেক্ষকদের।

# নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের তদন্তে একজোট অ্যামেরিকা ক্যানাডা

মঙ্গলবার ক্যানাডার কর্তৃপক্ষ জানায়, হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যা মামলার তদন্তে অ্যামেরিকার সহযোগিতা পাচ্ছে তারা। হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় গোয়েন্দার সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখছে তারা। সোমবার ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান, দেশটির

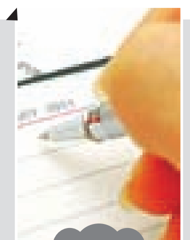

রুবি
প্রাবন্ধিক

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি জুন মাস থেকেই স্থানীয় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যা মামলায় ভারতীয় সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছিল। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'নিবিড়ভাবে' তথ্য বিনিময় করছে বলে মঙ্গলবার জানা যায়। এই তথ্যটি জানান, ক্যানাডার এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে তিনি বলেন, ''আমরা অ্যামেরিকার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছি, যা গতকালের (সোমবারের) ঘোষণা থেকেও স্পষ্ট।'' ঠিক কোন তথ্যপ্রমাণ ক্যানাডার হাতে আছে, তা 'সঠিক সময়ে' সামনে আসবে বলেও জানান তিনি।

জাস্টিন ট্রুডো বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে এই ঘটনা। তিনি ভারত সরকারের প্রতি ব বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তদন্তে ক্যানাডাকে সাহায্য করার আহ্বানও জানান।

সোমবারই ক্যানাডার সকল অভিযোগ খারিজ করে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ক্যানাডার এক কূটনীতিককে দেশে ফেরত পাঠানোর ঘোষণা দেয় ভারত। গত কয়েক বছর ধরে ভারত-ক্যানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান ঘটনাবলী সেই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করছে।

ট্রুডোর সাবেক পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পরামর্শদাতা রোলা পারি বলেন, ''আমার ধারণা, সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চালানো বেশ কঠিন হবে।''

এদিকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের তরফে বলা হয়, ''আমরা আমাদের ক্যানাডার সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখছি। অভিযোগগুলি নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত। আমাদের মতে, একটি স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ তদন্ত হওয়া উচিত। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে বলব আমরা।''

'শিখস অব অ্যামেরিকা' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জেসি সিং বলেন, ''শুধু এটুকুই বলা হচ্ছে যে, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু এখনো কোনো প্রমাণ দেখানো হয়নি। আমার মতে, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, যদি কোনো প্রমাণ সামনে আসে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।''

এসবের মধ্যে বর্তমানে স্থগিত আছে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যবিষয়ক আলোচনা।

হরদীপ সিং নিজ্জার ভারতে খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন বলে অভিযোগ করেছে ভারত। ২০২০ সালে তাকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেয় ভারত।

# ন্যায্য শর্তে ইউক্রেনে শান্তির ডাক দিলেন শলৎস

জাতিসংঘের ভাষণে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার কড়া নিন্দা করে জার্মান চ্যান্সেলর ন্যায্য শর্তে শান্তির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও সমর্থনের আবেদন জানিয়েছেন।

প্রায় ১৯ মাস ধরে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে একজোট হয়ে নিন্দা করে চলেছে, বিশ্বের বাকি অংশে সে রকম মনোভাব দেখা যাচ্ছে না। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাই ইউরোপ-অ্যামেরিকার নেতারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের আর্জি জানাচ্ছেন। তাঁদের মতে, এই 'অন্যায়' হামলা মেনে নিলে তার পরিণতি গোটা বিশ্বের জন্য মারাত্মক হতে পারে। আজ যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না, আগামীকাল তারাই একই অন্যায়ের শিকার হতে পারে। ব্রাজিল, ভারত ও সৌদি আরবের মতো দেশ ইউক্রেন সংকট অবসানের লক্ষ্যে যে শান্তির উদ্যোগের কথা বলছে, তেমন সম্ভাব্য সমাধানসূত্রের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করছেন অনেক নেতা।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস জাতিসংঘে তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ইউক্রেনে শান্তি আনার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। গত আগস্ট মাসে সৌদি আরবে ৪০টিরও বেশি দেশ মিলে ইউক্রেনে শান্তি আনতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে শলৎস বলেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে যে অসহনীয় পরিণতি দেখা যাচ্ছে, ঠিক সে কারণেই এমন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। তবে শুধু নামেই নয়, প্রকৃত অর্থে শান্তি না ফিরলে দুর্বল কোনো সমাধানসূত্র কাজ করবে না বলে তিনি সতর্ক করে দেন। শলৎস বলেন, ''স্বাধীনতা ছাড়া শান্তির অর্থ নিপীড়ন। ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তির অর্থ স্বৈরাচার। মস্কোকে অবশেষে তা বুঝতে হবে।'' তিনি আবার সরাসরি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার ডাক দেন। শলৎস মনে করিয়ে দেন, যে রাশিয়াই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের একটি নির্দেশেই যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি সাধারণ নীতিকে প্রকৃত গুরুত্ব দিলে তবেই তিনি সেই পদক্ষেপ নিতে পারেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার 'গণহত্যা'র বিরুদ্ধে একজোটে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও ইউক্রেনের জয়ের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। রাশিয়ার হামলা বন্ধ করতে এক শান্তি সম্মেলনে জেলেনস্কি বিশ্ব নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম আক্রান্ত দেশের শর্ত অনুযায়ী হামলা বন্ধ করার সুযোগ দেখা দিচ্ছে। তাঁর মতে, এমন দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে হামলা বন্ধ করতে সাহায্য করবে এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। বিশেষ করে রাশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির ঝুঁকির উল্লেখ করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। তাঁর মতে, রাশিয়া বেলারুশ প্রায় গিলে ফেলেছে। কাজাকস্তান ও বাল্টিক দেশগুলিও রাশিয়ার হুমকির মুখে রয়েছে।

কাজাকস্তান ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শীর্ষ নেতারা জাতিসংঘে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এমন ধরনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে বাইডেন এই দেশগুলির ঐক্য, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অ্যামেরিকার সমর্থন জানিয়েছেন।

# পাকিস্তান ভিক্ষা করছে, ভারত চাঁদে যাচ্ছে:নওয়াজ শরীফ

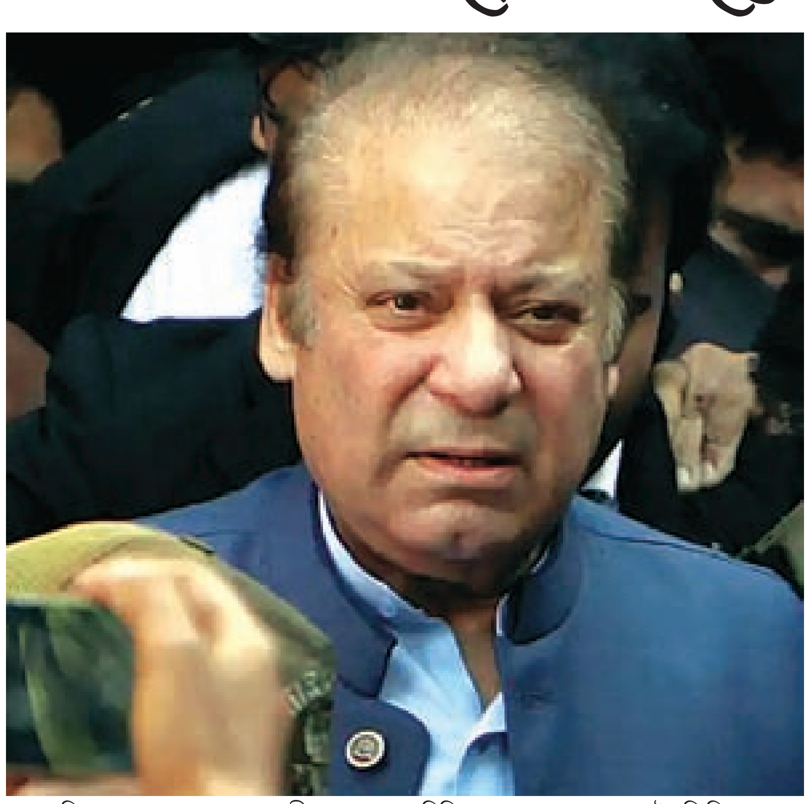

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আগামী ২১ অক্টোবর দেশে ফিরছেন। তার আগে এই বোমা ফাটিয়েছেন তিনি। পাকিস্তান অর্থভিক্ষা করছে, বললেন সাবেক পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ।

লন্ডন থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে লাহোরে দলের কর্মীদের কাছে ভাষণ দিচ্ছিলেন নওয়াজ। তখনই তিনি বলেন, ''আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একের পর এক দেশে গিয়ে অর্থভিক্ষা করছেন। আর ভারত চাঁদে পৌঁছে গেছে, জি২০ শীর্ষবৈঠক করছে। ভারত যা পেরেছে, তা পাকিস্তান কেন অর্জন করতে পারেনি? এর জন্য দায়ী কে?'' শরীফের দাবি, ''অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন ভারতের ভাণ্ডারে বিদেশি মুদ্রা ছিল একশ কোটি ডলার। আজ ভারতের কাছে ৬০ হাজার কোটি ডলারের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় আছে। আর পাকিস্তান ভিক্ষা করছে।''

গত জুলাই মাসে আইএমএফ পাকিস্তানকে অর্থনীতিকে সামলানোর জন্য ১২০ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দিয়েছে।

নওয়াজ শরীফ ঘোষণা করেছেন, আগামী ২১ অক্টোবর তিনি দেশে ফিরবেন। গত চার বছর ধরে তিনি লন্ডনে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে আছেন। নওয়াজ জানিয়েছেন, দলের নির্বাচনী প্রচারে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনি দেশে ফিরবেন।

নওয়াজের দাবি, তার দল আসন্ন নির্বাচনে জিতবে।

নওয়াজ জানিয়েছেন, ''তিনি পাকিস্তানকে লোডশেডিং-মুক্ত করেছিলেন, আর তাকে চারজন বিচারপতি শাস্তি দিলেন। তাকে ক্ষমতা থেকে তাড়ানোর পিছনে আইএসআইয়ের সাবেক প্রধান হামিদ ও সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল বাজওয়া ছিলেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।'' শরীফের দাবি, ''সাবেক প্রধান বিচারপতি সাকিব নাজির ও আলি সঈদ খোসাকে এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন সেনাপ্রধান। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তাদের শাস্তি পেতে হবে। এদের জন্যই আজ পাকিস্তানের এই অবস্থা।''

## জানা অজানা

### রাতের হামলায় রাশিয়া ড্রোন এবং ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করেছে, বলছে ইউক্রেন

**ওডেসা (এজেন্সী) :** সোমবার ইউক্রেন বলেছে, রাশিয়া ইউক্রেনে ১৭টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পাশাপাশি রাতভর মাইকোলাইভ এবং ওডেসা অঞ্চলে আক্রমণে ২৪টি ড্রোন ব্যবহার করেছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার ১৮টি ড্রোন এবং সবকটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। ওডেসার আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ কিপার বলেন, শস্য রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত বন্দরগুলোর স্থান ইজমাইল আবার আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং ভিলকোভ শহরের একটি বিনোদন কেন্দ্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। মাইকোলাইভের আঞ্চলিক গভর্নর ভিটালি কিম বলেন, ধ্বংসাবশেষ পড়ে একটি ভবনে আগুন লেগেছে। অন্যদিকে একটি বিস্ফোরণ তরঙ্গে আশপাশের অন্যান্য ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আঞ্চলিক গভর্নর ওলেক্সান্ডার প্রোকুদিনের মতে, খেরসন অঞ্চলে রাশিয়ার এক হামলায় কমপক্ষে চারজন আহত হয়েছে। প্রোকুদিন বলেন, রাশিয়ার বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে বেরিল শহরের একটি জনাকীর্ণ বাস স্টেশনে হামলা চালায়।

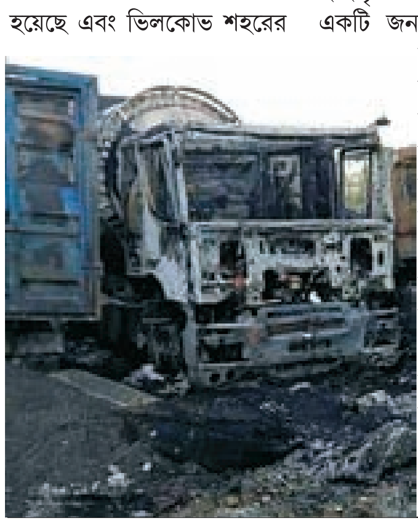

সোমবার ইউক্রেনের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী হানা মালিয়ার বলেন, ইউক্রেনের বাহিনী বাখমুত এলাকায় রাশিয়ার বাহিনীর কাছ থেকে দুই বর্গকিলোমিটার, পাশাপাশি দক্ষিণ ইউক্রেনে পাঁচ বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকা পুনরুদ্ধার করেছে।

## সাময়িকী

### বাতিল বিমানের অংশের নানা ব্যবহার

পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষার তাগিদে নানা বস্তু পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগ চলছে। বাতিল করা বিমানের রিসাইক্লিংও শুরু হয়েছে। শুধু যন্ত্রাংশই নয়, গোটা কেবিনে রদবদল করে অন্যভাবে কাজে লাগানোর ব্রত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের দুই ব্যক্তি।

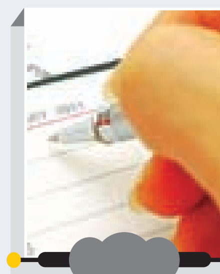

বিগিট মাসইয়ুডিট শালার
কলামিস্ট

আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে প্রবল ঝোড়ো বাতাস বিরল নয়। মুহূর্তের মধ্যেই রোদ সরিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সেখানে ঢেউ দেখতে হলে গরম জামাকাপড় সঙ্গে রাখতে হবে। বাতিল এক বিমানের অংশের মধ্যেও আশ্রয় নেবার সুযোগ রয়েছে। স্যান্ডহাউস হোটেলের ম্যানেজার পল ডাইভার বলেন, ''অতিথিরা খুব পছন্দ করেন। এটির উপর আরাম করে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁরা মানুষের সার্ফিং, সাঁতার কাটা দেখতে ভালোবাসেন।''

আয়ারল্যান্ডের ডনিগালের স্যান্ডহাউস হোটেলে গত বছর থেকে দু-দুটি পরিত্যক্ত বিমানের কেবিন শোভা পাচ্ছে। পল ডাইভার বলেন, ''সমুদ্রের ধারে সব কিছুতেই মর্চে পড়ে যায়। জানালা, দরজা, শোবার ঘর - কিছুই রেহাই পায় না। এখনো পর্যন্ত এগুলি ভালোই কাজে লাগছে। রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই, মর্চেও ধরছে না। ভালোই বিনিয়োগ করা হয়েছে।''

গোটা বিশ্বেই তথাকথিত বিমানের কবরখানা ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন স্পেনের তেরুয়েল এ কারণে বিখ্যাত। আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংগঠনের হিসেব অনুযায়ী সেখানে বছরে প্রায় ৭০০ বাতিল বিমান পাঠানো হয়। সেই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে যত সম্ভব যন্ত্রাংশ পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব বাড়ছে।

তথাকথিত এয়ারোপডস নামের কনসেপ্টের পেছনে শেন টর্নটন ও কেভিন রেগান রয়েছেন। দুই বছর আগে তাঁদের মাথায় এই আইডিয়া এসেছিল। ইতোমধ্যে তাঁরা ৩০টিরও বেশি বিমানের অংশ বাগানের ঘর, মোবাইল অফিস ও ছুটি কাটানোর জায়গায় রূপান্তরিত করেছেন। আকার-আয়তন ও সরঞ্জাম অনুযায়ী কোনো এয়ারপডের মূল্য ২০ থেকে ৪৫ হাজার ইউরো হতে পারে। কেভিন রেগান বলেন, ''আমরা শেষ ফ্লাইটে সেগুলি কিনে নেই। আমরা ফিউসিলেজ কিনে নিয়েছি। ল্যান্ডিংয়ের পরেই একটা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। বিমানের বাকি সব কিছু রিসাইকেল করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে নতুন করে ব্যবহারের যোগ্য করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি আবার বিমানে কাজে লাগানো হয়। আমরা বিমানের প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবহার করছি।''

দেওয়াল ও মেঝের ইনসুলেশন আরো মজবুত করতে হয়, বিমানের বডির মধ্যে নতুন করে কেবেল বসাতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী বাথরুম ও রান্নাঘর যোগ করা হয়। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ছোট একটা বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। কেভিন রেগান মনে করেন, ''অ্যামেরিকায় বিশাল বাড়িঘরের চল থাকলেও সেখানে ছোট বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ এখন বুঝছে, যে আগের মতো আর বিশাল ভবন তৈরি করা যাবে না। এমন বাড়িঘর গরম রাখাও সম্ভব নয়।''

স্যান্ডহাউস হোটেলের ম্যানেজার পল ডাইভার বলেন, ''এখানে বিশাল কাঠামো গড়ার পরিকল্পনার অনুমতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এগুলি আদর্শ সমাধানসূত্র। শীতকালে বা সবচেয়ে বড় ঝড়ের মাঝেও এখানে কিছুই শোনা যায় না, টের পাওয়া যায় না।''

পড যত ছোট হবে, সেটি সহজে পরিবহণ করা যাবে ও বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগানোর সুবিধা থাকবে। যেমন বাণিজ্য মেলায় পণ্য প্রদর্শনের জন্য এমন সমাধানসূত্র অনেক কোম্পানির জন্য আকর্ষণীয়। কোম্পানির দুই প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায় পেশাদারিত্ব আনতে চান। সম্প্রতি তাঁরা এক স্থপতিকে নিয়োগ করেছেন। এয়ারোপড্স কোম্পানির কেভিন রেগান বলেন, ''কর্পোরেট বাজারে অনেক আগ্রহ লক্ষ্য করছি। আমাদের সব নতুন ডিজাইনের জন্য একজনকে নিয়োগ করেছি। কর্পোরেট, অফিস বা বাণিজ্যমেলার জন্য এমন ডিজাইন করা হচ্ছে।

আয়ারল্যান্ডের এই দুই মানুষ ইউরোপ মহাদেশেও ব্যবসা বিস্তার করার স্বপ্ন দেখছেন। কারণ সেখানেও ঘর গরম রাখার ব্যয় অত্যন্ত বেশি এবং অনেক জায়গায় রুক্ষ সমুদ্রও আছে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেবা পক্ষ কার্যসূচি গ্রহণ রাজ্য বিজেপির

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ সেবা পক্ষ কার্যসূচির কথা ঘোষণা করেছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার পরামর্শ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি রাজ্যে এই বিশেষ কার্যসূচি পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সর্বভারতীয় বিজেপির নির্দেশ অনুযায়ী দলটির অসম প্রদেশ কমিটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই সেবা পক্ষ কার্যসূচী আগামী ২ অক্টোবর সমাপন ঘটবে। বিজেপির অসম প্রদেশ কমিটি হাতে নেওয়া সেবা পক্ষ কার্যসূচি অনুসারে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্বের উপরে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেবা পক্ষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করা প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বকর্মা প্রকল্প অন্যতম পদক্ষেপ। অসমের গুয়াহাটি মহানগরে এই প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং ডিব্রুগড়ে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি।

অন্যদিকে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যজুড়ে আয়ুস্মান ভব সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হবে। এই কার্যসূচির মাধ্যমে আয়ুস্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনার বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি আয়ুস্মান কার্ড রেজিস্ট্রেশন করার সঙ্গে প্রাপ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এই কার্ড বিতরণের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিনামূল্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলায় দলটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবির। অসমের চা বাগান গুলোতে চা জনগোষ্ঠী মোর্চার সহযোগে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের প্রতিটি বুথ স্তরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করবে বিজেপির অসম প্রদেশ কমিটি। সেই দিন এই কার্যসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার ফটোতে মাল্যপর্ণ করার পাশাপাশি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব কৃতিত্ব এবং বিচারের উপর এক কার্যসূচি আয়োজন করা হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত সারা অসম জুড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযান ব্যাপকভাবে চলবে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের তফসিলি জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি অনুসূচিত জাতি মোর্চা, সংখ্যালঘু এলাকায় বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে গ্রাম সম্পর্ক অভিযান কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে।

আগামী ২ অক্টোবর দিনটিতে সেবা পক্ষের শেষ কার্যসূচি হিসেবে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি অসম প্রদেশ কমিটি রাজ্যের প্রতিটি বুথে প্রকাশ্য স্থানে স্বচ্ছতা অভিযান কার্যসূচী আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য বিজেপির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনের সঙ্গে সংগতি রেখে আয়োজন করা এই সেবা পক্ষ এর অধীনে প্রতিটি কার্যসূচি সফলভাবে রূপায়ণ করার জন্য দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই কার্যসূচির সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছি।

# নির্বাচনের আগে 'নারী সংরক্ষণ বিল', দুই পক্ষেরই কৃতিত্ব দাবি

**নয়া দিল্লি ঃ** সংসদে আবার পেশ করা হলো নারী সংরক্ষণ বিল। সম্ভবত এবার তা পাসও হয়ে যাবে। এই বিলের কৃতিত্ব নিয়ে লড়াই শুরু। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদীর চমক, সংসদের নতুন ভবনে প্রথম যে বিল অনুমোদন হতে চলেছে, তা হলো, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল। মোদী সরকার এর নাম দিয়েছে, নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম। আর এই নারী সংরক্ষণ বিলের কৃতিত্ব দাবি নিয়ে কংগ্রেস, বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র লড়াই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ''ঈশ্বর বোধ হয় আমাকেই এই পবিত্র কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন।'' বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, ''এই বিলটা একান্তভাবেই মোদীর বিল। তিনি নতুনভাবে এই বিল এনেছেন।'' আর সোনিয়া গান্ধী লোকসভায় দাবি করেছেন, ''পঞ্চায়েত ও পুরসভায় নারীদের সংরক্ষণের বিল প্রথম আনেন রাজীব গান্ধী।'' কংগ্রেসের বক্তব্য, সেই বিল রাজ্যসভায় পাস হয়নি। পরে নরসিমহা রাও তা পাস করান। আর লোকসভা ও বিধানসভায় নারী সংরক্ষণের বিল কংগ্রেসের সমর্থনে ক্ষমতায় থাকা দেবগৌড়া প্রথম আনেন। পরে ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ী এই বিল আবার পেশ করেন। ১৯৯৯, ২০০২, ২০০৩ সালে তারা চেষ্টা করেও বিল পাস করতে পারেনি। ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই বিল রাজ্যসভায় পাস করিয়েও লোকসভায় পাস করাতে পারেননি। কারণ, মতৈক্য হয়নি। এখন আবার তা পেশ হলো, সম্ভবত পাসও হয়ে যাবে। কারণ অনেক দলই বিলটি পাস করানোর পক্ষে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, ''আমরা ২০১০ সালে রাজ্যসভায় নারী সংরক্ষণ বিল পাস করাই। লোকসভায় পাস করতে পারিনি। ওই বিলটিই আনা যেত। কিন্তু রাজনীতি করবে বলে বিজেপি ওই বিলের জায়গায় নতুন বিল আনছে।'' প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''আসলে এই বিলের কৃতিত্ব দাবি করে মেয়েদের ভোট পাওয়ার চেষ্টা চলবে। সেজন্যই মোদী ও সোনিয়া এইভাবে কৃতিত্ব দাবি করছেন। সেজন্যই এত তাড়াতাড়ি বিল পাস করানো হচ্ছে, কিন্তু ভারতে তা চালু হবে অনেক পরে। সম্ভবত পরের লোকসভা নির্বাচনে।'' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকছে না। কারণ এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে জনগণনা ও ডিলিমিটেশন বা ভোটকেন্দ্রের সীমানা নির্ধারণের পর। তার জন্য আগে দরকার হবে জনগণনার রিপোর্ট। ২০২১ সালে জনগণনা হয়নি। সেই গণনা হতে ২০২৬ সাল লেগে যাবে। তারপর আরো একবছর দরকার হবে আসন পুনর্বিন্যাসের কাজে। খুব তাড়াতাড়ি হলে ২০২৮ সালে নারী সংরক্ষণ চালু হতে পারে। ফলে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ চালু হতে পারে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে এখনই কেন নারী সংরক্ষণ বিল পাস করানো হচ্ছে? খাড়গে বলেছেন, ''ওরাই বলেছে, জনগণনা হবে, ডিলিমিটেশন হবে, তারপর চালু হবে। ভোটের জন্য তারা বিল পাস করাতে চাইছে। তাই বিল চালু হতে কতদিন লাগবে তা জানি না।'' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, ''২০১০ ও ২০২৩-এর বিলের মধ্যে পার্থক্য হলো, নতুন বিলে জনগণনা, ডিলিমিটেশনের পরে নারী সংরক্ষণ চালুর কথা বলা হয়েছে। ফলে পাস হলেও নারী সংরক্ষণের বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে।'' প্রবীণ সাংবাদিক সুনীল চাওকে ডিব্লিউকে বলেছেন, ''প্রশ্নটা সেখানেই। এতদিন পর যখন সংরক্ষণ চালু হবে, তাহলে এখন কেন নারী সংরক্ষণ বিল পাস হচ্ছে? পরের লোকসভাতেও তা পাস করানো যেত। তবে একটাই ভালো কথা, বিলটি পাস হচ্ছে।'' লোকসভায় কংগ্রেসের হয়ে প্রথমে বলেন সোনিয়া গান্ধী। ইউপিএ আমলে যিনি বারবার এই আইন করার জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছেন। সোনিয়া জানিয়ে দেন, ''কংগ্রেস বিলকে সমর্থন করে। তবে এর মধ্যে দলিত, আদিবাসী ও অনগ্রসরদেরও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। জনগণনার সময় জাতিগত গণনাও করা উচিত। তার ফলও সামনে আনতে হবে।'' এরপর বলতে উঠে বিজেপির নিশিকান্ত দুবে জানান, ''সোনিয়া বা কংগ্রেস তো আগে কখনো নারী সংরক্ষণের মধ্যে ওবিসি, দলিত, আদিবাসীদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ দাবি করেনি। এখন কেন করছেন?'' শরদের মতে, ''এটাও রাজনীতি। লোকসভা ভোটে কংগ্রেস দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসরদের ভোট পেতে চায়। তাই সোনিয়া এই কথা বলছেন। সংরক্ষণ তো পাঁচ ছয় বছর পর চালু হবে। আপাতত সব পক্ষ এর রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত।''

# বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিতে মদ্যপানের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ অসমে

## গুয়াহাটি মহানগরে ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার এবং রাজ্য জুড়ে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** স্বাস্থ্য কিংবা উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে নয় বরং মদ্য পানের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে অসম। বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিতে সর্বকালের রেকর্ড হিসেবে গুয়াহাটি মহানগরে ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য জুড়ে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের একাধিক ক্ষেত্রে গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এবার রাজ্যের মদ্যপায়ীরা মদ পান করার রেকর্ড গড়ে দিলেন। শুধুমাত্র বিশ্বকর্মা পূজার একদিনে অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর সুরা পান করার ক্ষেত্রে রেকর্ড কায়েম করা হয়েছে। বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিতে গুয়াহাটি মহানগরে ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার এবং রাজ্য জুড়ে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। এটা সর্বকালের রেকর্ড। গুয়াহাটি মহানগরে ২০২২ সালের বিশ্বকর্মা পূজাতে বিক্রি হয়েছিল ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মদ।

একইভাবে ২০২১ সালে এই দিনটিতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দৈনিক রাজ্যে বিক্রি হচ্ছে ৫.৩১ লক্ষ লিটার মদ। এর বিনিময়ে সরকার প্রতিদিন গড়ে ১০.৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব পাচ্ছে অসম সরকার। এর মাধ্যমে বছরে রাজ কোষে জমা পড়ছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।

বিশ্বকর্মা পূজাতে মদ বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ হলেও এর মাধ্যমে ব্যাপক রাজস্ব আদায় করছে সরকার। এর ফলে রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে এবং প্রতিটি শহরে মদের দোকানের লাইসেন্স জারি করার ক্ষেত্রে সরকার কুণ্ঠাবোধ করছে না। এক্ষেত্রে তৎপরতা চলছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সুরার বিক্রির উপরে রাজ্যের অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করছে। এর ফলে মদের দোকান তথা বার শুরু করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়ার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে সরকার। কারণ সুরার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া রাজ্যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এর ফলে বিশ্বকর্মা পূজাতে সুরা বিক্রির রেকর্ড প্রতিবছর ভঙ্গ হচ্ছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছে সমাজের সচেতন মহল।

# কাশ্মীরে সাত দিনের এনকাউন্টার, মৃত তিন সেনা সহ সাত

**জম্মু ঃ** জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের জঙ্গলে সাত দিন ধরে নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে লড়াই হলো। এই এনকাউন্টারে তিনজন সেনা এবং একজন পুলিশ কর্মী মারা গেছেন। দুই জঙ্গির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তৃতীয় আর এক জঙ্গির দেহের খোঁজ চলছে। একজন মৃত জঙ্গি লস্করের স্থানীয় কম্যান্ডার উজির খান বলে জানিয়েছেন কাশ্মীরের অতিরিক্ত ডিজিপি বিজয় কুমার। কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সময়ে এতদিন ধরে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ হয়নি। এবার জঙ্গিরা অনন্তনাগের গাদোলের ঘন জঙ্গলে লুকিয়েছিল। তাই তারা এতদিন ধরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছে। তিন জঙ্গির কাছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তবে তাদের মারতে সেনা ও পুলিশের তরফ থেকে মর্টার, রকেট ব্যবহার করা হয়। জঙ্গিদের লক্ষ্য করে কয়েকশ মর্টার শেল ও রকেট ছোড়া হয়েছে। জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে কর্নেল মনপ্রীত সিং, মেজর আশিস এবং পুলিশের ডেপুটি এসপি হিমায়ন ভাট সহ চারজন মারা গেছেন। গত বুধবার এই এনকাউন্টার শুরু হয়। সেনা ও পুলিশ মিলে কাশ্মীরে গাদোলের জঙ্গলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। তাদের কাছে খবর ছিল, তিনজন লস্কর জঙ্গি জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর শুরু হয় প্রবল লড়াই। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, রোববার একজন জঙ্গির পোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তার নাম উজির খান। সে লস্করের কম্যান্ডার। এক বছর আগে সে লস্করে যোগ দেয়। এডিজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, তল্লাশি অভিযান চলবে। তৃতীয় জঙ্গির দেহ এখনো উদ্ধার করা যায়নি। তাছাড়া জঙ্গলে না ফাটা মর্টার শেল পড়ে আছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তাই স্থানীয় মানুষকে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে, তারা যেন এখন জঙ্গলে না যান। এই অভিযানে হাজারেরও বেশি সেনা ও পুলিশ অংশ নিয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। তাছাড়া প্যারাট্রুপারও নামানো হয়েছিল।

# সংখ্যালঘু উচ্ছেদিত ব্যক্তিদের সরকারি সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমসুর ভূমিকার সমালোচনা মুসলিম জাতীয় পরিষদের

## রাজ্য সরকার আমসুকে ব্যক্তিগত খণ্ড হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** সারা অসম সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থা অর্থাৎ আমসুর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে মুসলিম জাতীয় পরিষদ। সংগঠনটির অভিযোগ অনুসারে আমসুর মাধ্যমে সংখ্যালঘু উচ্ছেদিত ব্যক্তিদের সরকারের সাহায্য হিসাবে চেক প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমসুকে ব্যক্তিগত খণ্ড হিসাবে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মুসলিম জাতীয় পরিষদের সভাপতি মতিউর রহমান।

উচ্ছেদিত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমসু নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমসুর মাধ্যমে উচ্ছেদিত সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের সরকারী সাহায্য হিসেবে চেক প্রদান করার বিষয়টি সমালোচনা করেছে মুসলিম জাতীয় পরিষদ। একমাত্র রাজনৈতিক মুনাফা আদায়ের জন্য আমসু মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে এই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে সংগঠনটি। মুসলিম জাতীয় পরিষদের সভাপতি মতিউর রহমান বলেন আমসু দিনের বেলা আন্দোলন করে। অথচ রাত হলেই বিজেপি সরকারের সঙ্গে বসে বৈঠকে মিলিত হয়ে মাছ মাংস খাচ্ছে। সম্প্রতি উচ্চারিত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়া সাহায্য আমসুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই সরকারি সাহায্য ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের হাতে হস্তান্তর করেছিল আমসু। এই নিয়েই বিতর্কে সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলিম জাতীয় পরিষদের সভাপতি মতিউর রহমান বলেন গত কিছুদিন আগে আমসুর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উচ্চতিত ব্যক্তিদের সরকারি সাহায্য দিয়েছেন। এভাবে সরকারি সাহায্য দেওয়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন এক্ষেত্রে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ অসম সরকারের অধীনে যে কাজ এসডিসি কিংবা ডিসি কিংবা পুলিশ প্রশাসনের করা উচিত সেটা সরকার আমসুর মাধ্যমে করছে। আমসুর মাধ্যমে চেক প্রদান করার রহস্য কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। সভাপতি মতিউর রহমান বলেন এক্ষেত্রে যে আমসু রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করছে সেটাই ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ উচ্ছেদ হওয়ার সময় এর বিরুদ্ধে আমসু সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু দল সংগঠন আঃেদালন করেছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এরপরেও আন্দোলন অব্যাহত ছিল। রাজ্যে বহু সংখ্যালঘু দল সংগঠন রয়েছে। কিন্তু এই দল সংগঠনগুলোকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে শুধুমাত্র আমসু প্রাধান্য দেওয়ার এটাই কারণ যে সরকার এই সংগঠনকে ব্যক্তিগত খণ্ড হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

মুসলিম জাতীয় পরিষদের সভাপতি বলেন এই সংগঠন ছাড়াও মুসলিম ছাত্র সংস্থা, এবিআমসু ইত্যাদি বহু দল সংগঠন রয়েছে। কিন্তু আমসুর মাধ্যমে চেক বিতরণ করে সরকারকে এটাই বোঝাতে চাইছে যে এই সংগঠনটি সংখ্যালঘুদের অভিভাবক, সংখ্যালঘুদের ত্রাণকর্তা। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সরকারকে এক্ষেত্রে স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন আমসু সংখ্যালঘুদের অভিভাবক নয় ত্রাণকর্তাও নয়। সংখ্যালঘুদের অভিভাবক শুধুমাত্র সংখ্যালঘুরাই। ফলে ইতিমধ্যে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আমসু সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। অন্যথা আমসু সরকারি সাহায্যের চেক আনার সময় অন্যান্য সংখ্যালঘু দল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে সেই চেক বিতরণের ব্যবস্থা করতো। কিন্তু সেটা করেনি আমসু। মুসলিম জাতীয় পরিষদ থেকে সরকারকে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে আমসু সংখ্যালঘুদের অভিভাবক নয়। আমসু শুধুমাত্র একটি সংগঠন। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা এই রাজনীতি বুঝে উঠতে পেরেছে। ফলে আমসু সহ কোন দল সংগঠন যাতে সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি না করে সেই ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন সংগঠনটি সভাপতি মতিউর রহমান।

# ৭ ঘণ্টা বৈঠকের পর স্পেনের হয়ে খেলতে রাজি ফুটবলাররা

**স্পেন ঃ** সাত ঘণ্টার বেশি সময় আলোচনার পর স্পেনের হয়ে খেলতে রাজি হয়েছেন স্কোয়াডের বেশির ভাগ খেলোয়াড়। ২৩ সদস্যের দলের ২১ জন উয়েফা নেশনস লিগে সামনের দুই ম্যাচে খেলতে সম্মত হয়েছেন। তবে এখনই খেলতে প্রস্তুত নন বলে দুজন অনুশীলন ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবাই রাজি না হলেও এর মধ্য দিয়ে স্প্যানিশ ফুটবলে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা অচলাবস্থার আপাত অবসান ঘটল। শুক্রবার সুইডেন ও মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে স্পেন।

স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন আরএফইএফে বেশ কিছু পরিবর্তন চেয়ে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় দলে খেলা বয়কট করেছিলেন ৩৯ ফুটবলার। যার মধ্যে স্পেনের সামনের দুই ম্যাচের ঘোষিত দলের খেলোয়াড়েরাও ছিলেন। ইএসপিএন সকারের খবরে বলা হয়, মঙ্গলবার রাতে ভ্যালেন্সিয়ার একটি হোটেলে বৈঠকে বসে খেলোয়াড়, ফেডারেশনের কর্মকর্তা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সিএসডি) ও নারী ফুটবলারদের ইউনিয়ন ফুটপ্রো। সাত ঘণ্টার বেশি সময় বৈঠকের পর বুধবার স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটার দিকে সব পক্ষ একটি সিদ্ধান্তে একমত হয়।

বৈঠক থেকে বের হয়ে সিএসডি প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ফ্রাঙ্কোস ফুটবলারদের বয়কট প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে বলেন, ফেডারেশন দ্রুত ও অর্থবহ পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আলোচনায় বসা পক্ষগুলোর মধ্যে একটি যৌথ কমিশন হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আগামীকাল একটি চুক্তি সই হবে, যেটা নজরদারি করার জন্য আরএফইএফ, সিএসডি এবং খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি যৌথ কমিশন হবে। ফুটবলাররা তাদের উদ্বেগ এবং ফেডারেশনে অর্থবহ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেছে। ফেডারেশনও অবিলম্বে পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছে।’ অবশ্য ফ্রাঙ্কোস বা স্পেন ফুটবল ফেডারেশনের নারী ফুটবলের চেয়ারম্যান রাফায়েল দেল আমো কেউই কী পরিবর্তন আনা হবে খোলাখুলি জানাননি।

স্কোয়াডে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে মাপি লিওঁ এবং প্যাতরি গুইহারো অবশ্য ফেডারেশনের প্রতিশ্রুতির পরও খেলতে রাজি হননি। কেন ক্যাম্প ছেড়ে যাবেন জিজ্ঞেস করা হলে গুইহারো সাংবাদিকদের বলেন, ‘তারা পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছে। এটা আমাদের জন্য ভিন্ন পরিস্থিতি। এটা কঠিন। যা কিছু ঘটেছে, তার পরে এখন এই অবস্থানে...মানসিকভাবে আমরা থাকতে প্রস্তুত নই। এটাই চলে যাওয়ার কারণ।’

লিওঁ এবং গুইহারো খেলোয়াড়দের প্রতি বিরূপ আচরণের কারণ দেখিয়ে গত মার্চেও জাতীয় দলে খেলতে অস্বীকৃতি জানান এবং নারী বিশ্বকাপ বয়কট করেন। জুলাই আগস্টজুড়ে নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায় হওয়া ফিফা নারী বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন।

ফাইনালের পুরস্কার বিতরণীতে আরএফইএফের প্রেসিডেঃট লুইস রুবিয়ালেস মিডফিল্ডার হেনি হেরমোসোর সঙ্গে চুমুকাণ্ডে জড়ালে এর জেরে স্প্যানিশ ফুটবলে তৈরি হয় অস্থিরতা। যার একপর্যায়ে রুবিয়ালেসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে ফিফা। পরে তিনি নিজেই পদ থেকে সরে যান। তবে নারী ফুটবলাররা ফেডারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার দাবি তোলেন, যা নিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফেডারেশনের টানাপোড়েন চলছিল অনেক দিন ধরে।

# ডালাস, ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্কে হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ

**টেক্সাস ঃ (ওয়েবডেস্ক)** ঃ ২০২৪ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ভেন্যু চূড়ান্ত করেছে আইসিসি। ভেন্যুগুলো হচ্ছে ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি, ফ্লোরিডার ব্রোয়ার্ড কাউন্টি এবং নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি। আজ আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। প্রথমবারের মতো যৌথভাবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে। সবচেয়ে বেশি ২০টি দলও অংশ নেবে এই আসরেই। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আগে থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজিত হলেও বড় মাপের টুর্নামেন্ট এটিই প্রথম। বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের জন্য ভেন্যু চূড়ান্ত করতে গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র সফর করে আইসিসির প্রতিনিধিদল। বেশ কয়েকটি ভেন্যু পরিদর্শন করে তিনটিকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডাইস ভেন্যুর নাম ঘোষণা করে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাজার এবং এই ভেন্যুগুলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া বাজারে আমাদের ছাপ রাখার সুযোগ করে দিয়েছে।’ ভেন্যু তিনটিতে টুর্নামেন্ট অনুকূল সুবিধা বাড়াতে ‘মডিউলার স্টেডিয়াম সলিউশনস’ প্রয়োগ করা হবে। মডিউলার স্টেডিয়াম বলা হয় মাটির ওপর ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি ব্যয় কার্যকর অবকাঠামো, যা দ্রুত নির্মাণ করা যায়। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউঃটিতে ৩৪ হাজার আসনের মডিউলার স্টেডিয়াম তৈরিতে এরই মধ্যে চুক্তিতে পৌঁছেছে আইসিসি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজের খবরে বলা হয়, নিউইয়র্কের এই মাঠেই ভারত পাকিস্তান ম্যাচ রাখা হবে। এ ছাড়া ডালাস ও ফ্লোরিডায় মডিউলার সলিউশনসের মাধ্যমে আসনসংখ্যা, মিডিয়া ও হসপিটালিটি এলাকা দ্বিগুণ করার কথা রয়েছে।

# সাউদিকে বিশ্বকাপে পেতে কত দিন অপেক্ষা করবে নিউজিল্যান্ড

**নিউজিল্যান্ড ঃ** ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ হতে দুই সপ্তাহ, প্রথম ম্যাচেই ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড। কিউই পেসার টিম সাউদি খেলতে পারবেন তো?

ডানহাতি এই পেসার গত শুক্রবার লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ ওয়ানডেতে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পান। স্লিপে জো রুটের ক্যাচ ধরতে গিয়ে তাঁর আঙুলের হাড় স্থানচ্যুত হয়। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) আজ জানিয়েছে, আগামীকাল টিম সাউদির আঙুলে অস্ত্রোপচার করা হবে। এরপরই ঠিক করা হবে সাউদি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না। আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেই এ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে।

নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড অবশ্য বিশ্বকাপের আগেই ৩৪ বছর বয়সী সাউদির ফিট হয়ে ওঠার আশায় দিন গুনছেন, ‘টিমের অস্ত্রোপচার ভালোভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী।’ স্টিড জানিয়েছেন, সাউদির বুড়ো আঙুলে পিন কিংবা স্ক্রু ঢোকানো হবে, ‘তাকে এই প্রক্রিয়ায় (অস্ত্রোপচার) নিয়ে যাওয়াটাও সফলতা। আমরা নিশ্চিত করতে চাই টিম অনুশীলন ও খেলায় ফেরার আগেই যেন ব্যথা সহ্য করে চোট থেকে সেরে উঠতে পারে।’

বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ম্যাচের বাকি মাত্র দুই সপ্তাহ। গ্যারি স্টিড আশা করছেন, তার আগেই ফিট হয়ে দলে ফিরবেন ৩৪ বছর বয়সী সাউদি এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে। নিউজিল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়ক সাউদি ওয়ানডে সংস্করণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন স্টিড, ‘টিম খুবই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দলে খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। বিশ্বকাপে সে যেন খেলতে পারে, সে জন্য আমরা তাকে সব রকম সুযোগই দিতে চাই।’

ওয়ানডেতে সাউদি নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। এই সংস্করণে ১৫৭ ম্যাচে ২১৪ উইকেট নিয়েছেন আগের তিনটি বিশ্বকাপ খেলা সাউদি। নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে চার পেসারের মধ্যে তাঁকেও রাখা হয়েছে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এবং আগামী ২ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর।

# মেয়েকে শাহিনের হাতে তুলে দিয়ে মন ভার শহীদ আফ্রিদির

**করাচিঃ** মেহেদি অনুষ্ঠান হয়েছে গত পরশু। গতকাল ছিল ‘রুখসাতি’ (কনেকে তুলে দেওয়া) অনুষ্ঠান। সেখানে প্রাণপ্রিয় কন্যাকে জামাতার হাতে তুলে দিয়ে হৃদয়টা ভারী হয়ে এসেছে শহীদ আফ্রিদির। হাজার হোক বাবা তো! আফ্রিদি তাই লিখেছেন, ‘যে আলো আমাদের ঘর আলোকিত করে রেখেছিল, গতকাল তা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল!’

করাচিতে শহীদ আফ্রিদির বাসায় গতকাল রাতে হয়ে গেছে তাঁর মেয়ে আনসা আফ্রিদির বিয়ের অনুষ্ঠান। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম থেকে অধিনায়ক সাঈদ আনোয়ারসহ আরও অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন এ অনুষ্ঠানে। বাবর তাঁর স্ট্রাইক বোলারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা।’

পাকিস্তান জাতীয় দলের বাঁহাতি পেসার শাহিনের সঙ্গে আনসা আফ্রিদির এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে একবার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু করাচিতে সেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল ‘আফ্রিদি উপজাতি’র প্রথা অনুযায়ী। তখন পরিবারের কাছের সদস্য ও বন্ধুদের নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সেরেছিলেন শাহিন আফ্রিদি। বিয়ের ছবিগুলো তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করলেও পাকিস্তানের বাঁহাতি এ পেসার ভক্তদের অনুরোধ করেছিলেন ছবিগুলো যেন না ছড়ানো হয়।

আনসা আফ্রিদি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির বড় মেয়ে। বাবার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক তাঁর। পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) শহীদ আফ্রিদির ম্যাচে আনসাকে বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে। কন্যার প্রতি বাবার স্নেহ ভালোবাসা এমনিতে অসীম।

সম্পর্কও খুব ভালো হওয়ায় কন্যাদানের পর আফ্রিদির হৃদয় ভারী হয়ে আসাই স্বাভাবিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাই শাহিন ও আনসাকে তুলে দেওয়ার একটি ছবি পোস্ট করে ৪৬ বছর বয়সী শহীদ আফ্রিদি লিখেছেন, ‘যে আলোটা আমাদের ঘর আলোকিত করে রেখেছিল, গতকাল তা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল। বাবার হৃদয় ভারাক্রান্ত। কিন্তু নতুন উষার আলো তাকে ভালো রাখবে, এই আশা করি।’

আগামী বৃহস্পতিবার শাহিন ও আনসার বিবাহ পরবর্তী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও জানিয়েছে, এশিয়া কাপের পরই এ বিয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শাহিন আফ্রিদি এর আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, শহীদ আফ্রিদির মেয়ে আনসাকে বিয়ের কথা তিনিই প্রথম ভেবেছিলেন, ‘বিয়েটা যেহেতু আমার, তাই আনসাকে বিয়ের কথা আমাকেই প্রথম ভাবতে হয়েছিল। আফ্রিদি ও আমার ভাই অনেক দিনের বন্ধু। দুই পরিবারের বড়দেরও একে অপরের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। আমার আম্মাই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাতে সবাই সম্মত হয়।’

# শ্রীলঙ্কাতে প্রস্তাবিত সত্য ও সমন্বয় কমিশন প্রত্যাখ্যান করেছে মানবাধিকার কর্মীরা

**কলম্বো(ওয়েবডেস্ক)ঃ** সোমবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রীলংকা সরকারের মানবাধিকার লংঘনের কথা উল্লেখ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সরকারের প্রস্তাবিত সত্য ও সমন্বয় কমিশনের পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়েছে। আমরা কথা বললে তারা আমাদের গ্রেপ্তার করেঃ শ্রীলঙ্কার প্রস্তাবিত সত্য ও সমন্বয় কমিশন এই শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। জুনে শ্রীলঙ্কায় জোরপূর্বক গুম, অন্যান্য নির্যাতনের শিকার, মানবাধিকার কর্মী, অ্যাক্টিভিস্ট এবং সাংবাদিকদের মধ্যে ৮০টির বেশি সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ( এইচ আর ডব্লিউ) এক বিবি্তিতে বলেছে, ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং মানবাধিকার কর্মীরা সরকারের এই উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ সরকার তাদের সাথে কোন পরামর্শ করেনি। উপরন্তু তারা পূর্বের কমিশনগুলোর প্রমাণ হিসেবে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত উপেক্ষা করেছে। তাছাড়াও এই উদ্যোগটি ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবারবর্গকে নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন আর আরও মানসিক আঘাতের সম্মুখীন করতে পারে বলে এইচ আর ডব্লিউ মনে করে।

# ইথিওপিয়ার সংঘাতে ১০ হাজারের বেশি মানুষ যৌন সহিংসতার শিকার, বলছেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা

**ইথিওপিয়া ঃ** জাতিসংঘ সমর্থিত মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সংঘাত বন্ধে এক বছর আগে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় টিগ্রায় অঞ্চলে যুদ্ধাপরাধ অব্যাহত রয়েছে। এই সংঘাতে কমপক্ষে ১০ হাজারের বেশি মানুষ যৌন সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

তারা সতর্ক করে বলেছেন, পরবর্তীতে সহিংসতা আরও বেড়ে নৃশংস অপরাধ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে পুর্ব আফ্রিকায় নিরাপত্তা বিপন্ন হবার আশংকা রয়ে গেছে। বিভিন্ন জাতির প্রায় ১২ কোটি মানুষের এই অঞ্চলটিতে ইথিওপিয়ার জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সোমবার প্রকাশিত এই বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদনটি লিখেছেন একদল তদন্তকারী, যাদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তায় ঘেরা। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিল আগামী মাসের শুরুতে নির্ধারণ করবে এই দলটির চুক্তি নবায়ন হবে কি না। ইতোমধ্যে ইথিওপিয়ার সরকার ও এর প্রধানমন্ত্রী আবিই আহমেদ এই দলটির কাজ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। মূলত টিগ্রায় অঞ্চলটিকে ঘিরে ২০২০ সালের নভেম্বরে সহিংসতা শুরু হয়। এরপর বেশ কয়েক মাস ধরে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এই অঞ্চল। প্রতিবেদনে গনহত্যা, ধর্ষণ, অনাহার এবং স্কুল এবং চিকিৎসা সুবিধা ধ্বংসসহ যুদ্ধে সব পক্ষের নৃশংসতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ইথিওপিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ চান্দে ওথম্যান বলেছেন, শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর রয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, সহিংস সংঘাত এখন প্রায় সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। টিগ্রায়ে চলমান সংঘাত এবং বিশেষ করে আমহারা এলাকার সাধারন জনগণের বিরুদ্ধে চলা নৃশংসতার উদ্বেগজনক প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে। ইথিওপিয়ার কমিশনার রাধিকা কুমারাস্বামী বলেন, ইথিওপিয়ায় ইরিত্রিয়ার সৈন্যদের উপস্থিতি শুধু দায় এড়িয়ে থাকার নীতিই নয় বরং এ ধরনের নৃসংশতার প্রতি দেশটির সরকারের সমর্থন আর সহনশীলতাই প্রকাশ করে। তদন্তকারী দলটি ইথিওপিয়ান সরকারের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে বলেছে, ইথিওপিয়ার অপরাধ কাণ্ডে ইরিত্রিয়ার সরকারের কথিত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের জবাব তারা দেয়নি। দেশটির সরকারের তার নিজস্ব অন্তর্বর্তীকালীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে কমিশন আন্তর্জাতিক তদন্ত এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করছে।

## টুকরো খবর

### সর্বজনীন পেনশন স্কিম ঃ এক মাসে কত জন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন?

**ঢাকা ঃ** বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর এক মাস পূর্ণ হলো ১৭ই সেপ্টেম্বর। এ স্কিমের আওতায় সরকারি চাকুরীজীবী ব্যতীত দেশের সকল নাগরিককে পেনশন সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কারো বয়স ১৮ বছরের বেশি হলেই এখন অনলাইনে এটিতে নিবন্ধন করতে পারবেন। অগাস্টের ১৭ তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি সাড়ম্বরে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পরপরই এতে অনেক সাড়া পড়ে বলে জানায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ স্কিম নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গিয়েছে। তবে, সেইসাথে জনমনে নানান প্রশ্নও দেখা যায় পেনশন ঘিরে। ঠিক এক মাস পর এখন কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিম?

প্রথমবারের মত চালু হওয়া পেনশন স্কিমে এক মাসে কত মানুষ যুক্ত হয়েছেন, এ প্রশ্নে জবাবে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য গোলাম মোস্তফা জানিয়েছেন, এতে নিবন্ধনের সংখ্যার তুলনায় অ্যাকাডন্ট খুলেছেন কম মানুষ। এক মাস কিন্তু খুব বেশি সময় না। একদম প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত যদি মানুষের কাছে পো্ঁছাতে না পারি, প্রবাসীদের কাছে যদি পৌঁছাতে না পারি, তাহলে তো আমাদের খুব বেশি প্রত্যাশার সুযোগ নেই। আমরা এখন সে চেষ্টাটাই করে যাচ্ছি।

মি. মোস্তফা বলেছেন, এখন পর্যন্ত পেনশন স্কিমের আওতায় এসেছেন ১২ হাজার ৮৭৬ জন, যারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে চাঁদা পরিশোধ করেছেন। যদিও এতে নিবন্ধনের সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। তবে এ মূহুর্তে অ্যাকাউন্ট খোলার চাইতে পেনশন স্কিম নিয়ে সর্বসাধারণের কাছে পো্ঁছানোটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের এই কর্মকর্তা বলেছেন, যারা শুধু এটা সম্পর্কে জানতে পারছেন, তারাই এখানে নিবন্ধন করছেন। আর জানানোর জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ নানা উপায় বেছে নিয়েছে, বলে তিনি জানিয়েছেন। এর অন্যতম গণমাধ্যম। জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন টক শো'র মাধ্যমে আমরা পেনশন স্কিমের ধারণা পরিষ্কার করার কাজ করছি, জানান মি. মোস্তফা। এছাড়া বিদেশি মিশনগুলোর সঙ্গে আলাদা করে কাজ করছেন প্রবাসী স্কিমে নিবন্ধন বাড়াতে। আর মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের যুক্ত করে চেষ্টা করা হচ্ছে প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছানোর। এর আগে ১৭ই অগাস্ট উদ্বোধনের কয়েক ঘন্টা পর যখন এই কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছিল, তখন তিনি জানিয়েছিলেন, একসাথে ১১০০-১২০০ লোক তাদের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। আর প্রথম দিনই নিবন্ধন করে হাজারের উপর। সেই হিসেবে উদ্বোধনের মাসখানেক পর এসে মানুষের আগ্রহে খানিকটা ভাটা পড়েছে কি? দেখুন, আমরা কিন্তু বলিনি এক মাসের মধ্যে আমরা এত হাজার আশা করছি। সে কারণে ঐ মূল্যায়ণে যাচ্ছি না, আমাদের এই মূহুর্তের কাজ স্কিমটাকে পরিচিত করা। গোলাম মোস্তফা বলেন, মানুষ যখন বুঝবে এরকম স্কিমে তার অর্থ সুরক্ষিত, কোন সমস্যা হবে না, তখন এমনি আগ্রহ বাড়বে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে এখন আছে মোট চারটি ধরণ - প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা। একেক স্কিম একেক শ্রেণিকে লক্ষ্য করে তৈরি, তাই চাঁদার পরিমাণও একেক রকম। তবে এর মধ্যে প্রগতি স্কিমেই সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট চালু হয়েছে, বলে জানান অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য নিযুক্ত হওয়া মি. মোস্তফা। প্রগতি স্কিমের মোট অ্যাকাউঃট সংখ্যা ছয় হাজার ১৭৬ টি, অর্থাৎ পেনশন স্কিমে মোট অ্যাকাউন্টের প্রায় অর্ধেক। এই স্কিমটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য, এক্ষেত্রে তিন ভাগে চাঁদার হার ভাগ করা হয়েছে। কেউ চাইলে মাসে দুই হাজার, তিন হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়ে এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। আবার প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মালিকও প্রগতি স্কিমে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মোট চাঁদার অর্ধেক কর্মচারী এবং বাকি অর্ধেক প্রতিষ্ঠান বহন করবে। উদ্বোধনের সময় সরকার মোট ছয়টি স্কিমের কথা ঘোষণা করে। তবে আপাতত বাকি দুটি চালু করার কোন লক্ষ্য নেই বলে জানিয়েছেন গোলাম মোস্তফা। সরকার দেশে প্রথমবারের মতো সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই এর সমালোচনা করে আসছে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। এ স্কিমে জমা দেয়া অর্থ সুরক্ষিত থাকবে কীনা, মেয়াদ শেষে টাকা তুলতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হবে কীনা - এরকম নানা প্রশ্নও দেখা দেয় জনমনে। তবে পেনশন কর্তৃপক্ষ সবসময়ই বলে এসেছে এ নিয়ে শঙ্কা থাকার কোন কারণ নেই, কারণ সরকার নিজে এর গ্যারান্টি দিচ্ছে। জাতীয় পেনশন স্কিমের কর্মকর্তা মি. মোস্তফা বলেন, অন্য দেশে দেখবেন পেনশন হয় প্রজ্ঞাপন দিয়ে, আমরা কিন্তু এটা আইন করে চালু করেছি। যার মানে রাষ্ট্রীয় কমিটমেন্ট দিয়ে। যে কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে সেটা সংবিধিবদ্ধ, কাজেই এটা তো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছে। তারপর মানুষের মনে যেসব প্রশ্ন বা সংশয় আছে তা দূর করতে প্রতিনিয়ত কাজ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। আমরা নানাভাবে জবাব দিচ্ছি, আমাদের ওয়েবসাইটে, মিডিয়ায়, এছাড়া মাঠ প্রশাসন থেকেও এ ব্যাপারে কাজ করা হচ্ছে। এখন একদিনে তো সব হবে না, পর্যায়ক্রমে হবে। শনিবার ১৬ই সেপ্টেম্বর সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, এই স্কিম থেকে যদি ভালো পরিমাণ টাকা উঠে তাহলে আমরা এখান থেকে ঋণ করতে পারবো উন্নয়ন খাতের জন্য। তার এই বক্তব্য বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে মি. মোস্তফা মনে করেন এটা অর্থনীতির এক ধরণের 'স্বাভাবিক মেকানিজম'। এক্ষেত্রে তিনি ট্রেজারি বন্ডের উদাহরণ দেন - মনে করেন, একই রকমভাবে সরকারের কাছে পেনশন স্কিম হল জনগণের সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ। ঘটনা কিন্তু এমন না যে আমার কাছে সরকার চাইলো যে দুই হাজার কোটি টাকা ঋণ দাও। এটা বন্ডের মতো, আমি মালিক, টাকা সরকারের কাছে, দিনশেষে তারা আমাকে ফেরত দিচ্ছে। এই মূহুর্তে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হচ্ছে ১০ কোটি মানুষকে এ স্কিমের আওতায় আনা। মি. মোস্তফা বলেন, এটা যতক্ষণ না পূরণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলা যাবে না। আর আমরা ধারাবাহিকভাবে সেই পর্যায়ে যেতে চাই। লক্ষ্য পূরণে এই মূহুর্তে পেনশন স্কিম সম্পর্কে মানুষকে জানানোটাকেই নিজেদের প্রধান কাজ বলছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। একইসাথে মানুষের মনে সংশয় দূর করতেও নানা পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে সংস্থাটি। পেনশন সম্পর্কিত যে কোন তথ্যের জন্য সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘন্টার জন্য একটি কল সেন্টার চালু রাখছেন তারা। যেকোন মোবাইল নম্বর থেকে ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে যেকোন বাংলাদেশি নাগরিক এই স্কিমের খুঁটিনাটি জেনে নিতে পারবেন। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বলছে , দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সুবিধা দিতে পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিশেষ করে, গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দেবে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল শ্রেণী পেশার বাংলাদেশি নাগরিক এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। অর্থাৎ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের অংশ হতে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যক। তবে ব্যতিক্রম আছে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য। যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই তারা চাইলে পাসপোর্ট দিয়েও নিবন্ধন করতে পারবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে তার কপি জমা দিতে হবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধনের জন্য ত্মপ্পঙ্কঢ়.ঞ্চণত্ত.স্তুঞ্চ ওয়েবসাইটে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে ব্যক্তি তার জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইল দিয়ে কয়েকটি ধাপে নিবন্ধন করবেন। এসময় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য দরকার হবে। কেউ চাইলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি করতে পারবেন। মাসিক চাঁদা ছাড়াও কেউ চাইলে তিন মাস পরপর বা বছরে একবার পুরো চাঁদা দিয়ে দিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তার পরের এক মাস পর্যন্ত জরিমানা ছাড়া চাঁদা পরিশোধ করা যাবে। এরপর থেকে প্রতি দিনের জন্য এক শতাংশ বিলম্ব ফি যুক্ত হবে। কেউ টানা তিন কিস্তি পরিশোধ না করলে তার অ্যাকাউন্টটি স্থগিত হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি নিজেকে অসচ্ছল ঘোষণা করে তাহলে ১২ মাস পর্যন্ত চাঁদা না দিলেও অ্যাকাউন্টটি স্থগিত হবে না। অনলাইন এবং যে কোন মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে চাঁদা পরিশোধ করা যাবে। আপাতত শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের হিসাব খোলা হয়েছে। কেউ চাইলে সরাসরি সোনালী ব্যাংকে গিয়েও নিবন্ধন করতে পারবেন ও চাঁদা দিতে পারবেন। যাদের বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে তারাও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি পেনশন পাবেন টানা ১০ বছর চাঁদা দিয়ে যাওয়ার পর। অর্থাৎ স্কিম অনুযায়ী ব্যক্তির বয়স ৬০ বছর হলেই তিনি সরকার থেকে পেনশন পেতে শুরু করবেন, তাকে আর চাঁদা দিতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ৫৫ বছর বয়সে এসে স্কিমে অংশ নেন তাহলে ৬৫ বছর বয়স থেকে তিনি পেনশন পেতে শুরু করবেন।

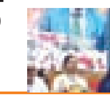

## সাবেক নেতাদের ভিন্ন রাজনৈতিক দল বিএনপি যেভাবে দেখে

**ঢাকা :** সম্প্রতি তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সাবেক দুইজন নেতা শমসের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার। দুই হাজার পনের সালে গঠিত তৃণমূল বিএনপির প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে সেপ্টেম্বর, আর তাতেই যোগ দিয়ে দলটির চেয়ারপারসন এবং মহাসচিব হয়েছেন মি. চৌধুরী এবং মি. আলম। বিএনপি বলছে, সাবেকদের নতুন দল গঠন বা ভিন্ন দলে যোগদান নিয়ে দলটি মোটেও চিন্তিত নয়। দলটির নেতারা দাবি করেছেন, এ ধরণের ঘটনা বিএনপির কোন ক্ষতি আগেও করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও করতে পারবে না। তবে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, বিএনপি যদি আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ না নেয়, তাহলে বিএনপি ছেড়ে অন্য দল গঠনের এমন ঘটনা দেশের অন্যতম প্রধান এই দলটির জন্য নেতিবাচক হতে পারে। বিএনপি থেকে বেরিয়ে সাবেক নেতাদের ভিন্ন দলে যেগাদানের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। বিভিন্ন সময় বিএনপি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সাবেক নেতারা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন - দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে সেসব দলের অধিকাংশেরই হয় নামে বা প্রতীকে কোন না কোনভাবে বিএনপির ছায়া দেখা যায়। কোন দলের নামের সাথে বিএনপির ছায়া রয়েছে, কেউ দলীয় প্রতীক হিসেবে ধানের শীষ সদৃশ কিছু বেছে নিয়েছেন, আবার কেউ নিজের দল নিয়ে পরে ফিরেছেন বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটেও।

# ‘খালিস্তান’ নিয়ে কেন ভারত কানাডার সম্পর্কের অবনতি হল?

**ব্রিটিশ কলম্বিয়া ।** কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সে দেশের পার্লামেঃট ভারতের দিকে সরাসরি আঙ্গুল তুলে বলেছেন তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে যে ভারত সরকারের গুপ্তচরেরা এক কানাডীয় নাগরিককে হত্যার ঘটনায় জড়িত। নিহত ওই শিখ ব্যক্তি ভারতে একজন ঘোষিত সন্ত্রাসী ছিলেন।

কানাডা ভারতের দিকে ওই গুরুতর অভিযোগ তোলার প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্য আর অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে তারা কানাডার নাগরিকের হত্যা তদন্তের দিকে নজর রাখছে।

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি শিখ গুরুদ্বারের বাইরে গত ১৮ই জুন গুলি করে হত্যা করা হয় হরদীপ সিং নিজ্জারকে।

সোমবার কানাডার হাউজ অব কমন্সে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, কানাডার নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জারের হত্যার ঘটনায় ভারত সরকারের গুপ্তচরদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ নিয়ে কানাডার নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করছে।

কানাডার গভীর উদ্বেগের কথা ভারত সরকারের শীর্ষ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। গত সপ্তাহে জি টুয়েন্টি সম্মেলনের মধ্যে বিষয়টি আমি ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছি, পার্লামেন্টের ভাষণে বলেন মি. ট্রুডো।

ওই ভাষণের পরে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেলানি জলি ঘোষণা করেন যে এক শীর্ষ ভারতীয় কূটনীতিককে তারা বহিস্কার করছে।

ভারতের সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে ওই কূটনীতিক পবন কুমার রাই ভারতের বহির্দেশীয় গুপ্তচর এজেন্সি আর এন্ড এ ডব্লিউয়ের অফিসার।

মি. নিজ্জারকে হত্যার ঘটনায় ভারত সরকারের জড়িত থাকার গুরুতর এই অভিযোগকে দিল্লি ‘মনগড়া’ এবং ‘উদ্দেশ্য প্রণোদিত’ বলে নাকচ করে দিয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী টুইট করে লিখেছেন, এই ধরণের ভিত্তিহীন অভিযোগ খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থীদের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। যারা ভারতের সার্বভে।মত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি একটা হুমকি, তাদের কানাডায় আশ্রয় দেওয়া চলছে।

এর পরে মঙ্গলবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক ডেকে পাঠায় দিল্লিতে কানাডার রাষ্ট্রদূত ক্যামেরুন ম্যাকেকে।

কানাডার এক সিনিয়র কূটনীতিককে পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়।

ভারত আর কানাডার মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক নেই, তবুও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের এতটাই অবনতি হয়েছে যে একে অপরের একজন করে শীর্ষ কূটনীতিককে বহিস্কার করেছে।

সম্প্রতি জি টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

তবে ওই শীর্ষ সম্মেলনেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করার কারনে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা আরও বেড়ে যায়।

দেখা গেছে যে শীর্ষ সম্মেলনের সময় মি. ট্রুডো নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে করমর্দন করেই দ্রুত সেখান থেকে সরে যান।

এরপর জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কানাডায় খালিস্তানপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের কার্যকলাপের বিষয়টি উত্থাপন করেন নরেন্দ্র মোদী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয় যে বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মি. মোদী।

তবে জাস্টিন ট্রুডো বলেন যে কানাডা সবসময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। তার মতে, এটি এমন একটি বিষয় যা কানাডার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার সহিংসতা প্রতিরোধ এবং বিদ্বেষ কমাতেও কানাডা সবসময়েই প্রস্তুত। তার কথায়, এটাও মনে রাখতে হবে যে, কিছু ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সমগ্র কানাডিয়ান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না।

জি টুয়েন্টি সম্মেলন থেকে ফেরার সময়ে মি. ট্রুডোর বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান নামের যে বিশেষ বিমানটি ব্যবহার করেন, সেটিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিতে চেয়েছিল ভারত।

তবে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় কানাডা। দুদিন দিল্লিতে অপেক্ষা করতে হয় জাস্টিন ট্রুডোকে। আর তিনি দেশে ফেরার পরেই কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী মেরি এনজির এক মুখপাত্র জানান, যে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল, তা স্থগিত করা হচ্ছে।

দিল্লির সিনিয়র সাংবাদিক চন্দন নন্দী, যিনি ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজকর্ম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেদন করেন, তিনি বলছেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যা আবারও ঠিক হতে অনেক সময় লেগে যাবে। গত তিন দশকের মধ্যে এমন ঘটনা মনে পড়ছে না যেখানে কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ পশ্চিমা দেশ ভারতের কূটনীতিককে বহিস্কার করে দিয়েছে। অতি বিরল ঘটনা এটা।

**সম্পর্কের ধারাবাহিক অবনতি**

খালিস্তানীদের ইস্যু নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই ভারত আর কানাডার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিল। ভারত বলে আসছে যে খালিস্তানপন্থীদের কাজকর্ম কানাডা ছাড়া যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়াতেও ছড়িয়ে আছে।

সাম্প্রতিক জি টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যেই ওই তিন রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

ভারতের ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস লিখছে যে, শিখ কট্টরপন্থীদের বাড় বাড়ন্ত এবং ওই দেশগুলিতে ভারতীয় সম্পদের ওপরে হামলা নিয়ে কথা বলেন মি. ডোভাল।

অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা ভারতের উদ্বেগের বিষয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখালেও কানাডার নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবিচল ছিলেন'', লিখেছে পত্রিকাটি।

তারা এটাও লিখেছে যে খালিস্তান সমর্থক জগমিৎ সিংয়ের নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জাস্টিন ট্রুডোর সরকারকে সমর্থন করে।

ভারতের থিংক ট্যাঙ্ক অবসার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও লন্ডনের কিংস কলেজে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক হর্ষ পন্থ বলছেন, ভারতের সরকার মনে করে এবং সেটা তারা জাস্টিন ট্রুডোর সরকারকে বারে বারে বলেওছে যে খালিস্তান সমর্থকদের কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করুক কানাডার সরকার।

আসলে খালিস্তানী সমস্যা নিয়ে ভারতকে দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দেখা গেছে যে ট্রুডো সরকারের আমলে সেদেশে খালিস্তান সমর্থকদের প্রভাব যে শুধু বাড়ছে তা নয়, ভারতীয় কূটনীতিকদের ওপরে হামলা হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডকে গৌরবান্বিত করে একটা ট্যাবলো নিয়ে মিছিল হয়েছে।

কট্টরপন্থীদের হুমকি নিয়ে কানাডা সরকার যে তথ্য প্রকাশ করে, আগে সেখানে খালিস্তানীদের উল্লেখ থাকত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তাদের কথা ওই প্রতিবেদন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। আমার মনে হয় জাস্টিন ট্রুডো শিখ ভোট ব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতেই বোধহয় খালিস্তানপন্থীদের প্রতি নরম মনোভাব নিয়ে চলছেন, বলছিলেন হর্ষ পন্থ।

খালিস্তান আন্দোলন কী?

গত শতকের চল্লিশের দশক থেকে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে শিখ ধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক খালিস্তানের দাবী উঠতে শুরু করলেও তা আন্দোলনে রূপ নেয় সত্তর আর আশির দশকে। শিখদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির চত্বর থেকে ওই আন্দোলন পরিচালিত হত। আটের দশকের শুরু থেকে ওই আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে, অস্ত্র মজুত করা হতে থাকে মন্দির সংলগ্ন ভবনগুলিতে।

সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ১৯৮৪ সালের পয়লা জুন স্বর্ণমন্দির চত্বরে সেনা প্রবেশ করে, শুরু হয় অপারেশন ব্লু স্টার।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শীর্ষ খালিস্তানি নেতা জার্নেইল সিং ভিন্দ্রনওয়ালে সহ বহু খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী নিহত হন।

সরকারি হিসাবে ওই অপারেশনে ৮৩ জন সেনা সদস্য ও শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বেসামরিক নাগরিক সহ ৪৯২ জন নিহত হয়েছিলেন বলে ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা তাদের একটি পুরনো প্রতিবেদনে লিখেছে।

কিন্তু পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলি জানিয়েছিল যে নিহতের সঠিক সংখ্যা অনেকগুন বেশি।

দশদিনের ওই সেনা অপারেশনের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের শিখ সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, তারা মনে করেন যে এই অপারেশন তাদের ধর্মের প্রতি সরাসরি আঘাত।

অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে অবস্থানরত শিখ সৈন্যদের একটা অংশ বিদ্রোহ করে। তাদের অনেককে সেনাবাহিনীর অন্যান্য রেজিমেন্টের সদস্যরা গ্রেপ্তার করে যাদের পরে কোর্ট মার্শাল হয়। অনেক বিদ্রোহী শিখ সেনা সদস্য গুলির আঘাতে নিহতও হন। অপারেশন ব্লু স্টারের কারণেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তার দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয় ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর। তারপরে ভারতব্যাপী শিখ বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়, যাতে এক হাজারেরও বেশি শিখ নিহত হন। ওই দাঙ্গায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ ছিল কংগ্রেসের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে।

# হালাল হলিডে কী? কারা কোথায় করেন হালাল হলিডে?

**লন্ডন (এজেন্সী) :** আমার রোদে যেতে ভাল লাগে, আমার ভিটামিন ডি পছন্দ এবং আমি সারা বছর তামাটে রঙটা ধরে রাখতে চাই। তাই আমি সত্যিই সেসব জায়গায় যেতে চাই যেখানে গোপনীয়তার ব্যবস্থা বা আমার ছুটি কাটানোর মতো ব্যবস্থা আছে, বলছেন জেহরা রোজ।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক এই ইনফ্লুয়েন্সার যেমন সব জায়গায় ঘুরতে যেতে চান তেমনি আবার তার মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের প্রতিও অনুগত থাকতে চান। এ পর্যন্ত তিনি ৩০টিরও বেশি দেশে ‘হালাল হলিডে’ বা হালাল ছুটিতে গেছেন।

আরবি হালাল শব্দটির মানে হচ্ছে, ইসলামের অনুসারী হিসেবে যা যা ধর্মে অনুমোদিত আছে। আর হালাল হলিডে হচ্ছে এমন সব জায়গায় ছুটিতে যাওয়া যেখানে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার সাথে কোনও আপস না করেই ছুটি কাটাতে পারবেন। এখন এই হালাল হলিডের জন্য ধর্ম পালনকারী মুসলিমদের কিছু বিষয় আলাদা করে বিবেচনায় নিতে হয়, যেগুলো পূরণ যেখানে হবে সেখানেই হয়ত যান বা ভবিষ্যতেও যাবেন।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনা করলে খ্রিস্টানদের পরেই মুসলমানদের অবস্থান। আর অনেক মুসলিম দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে।

পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের তাদের বাবামায়ের তুলনায় বাড়তি আয়ের পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে সেটি তারা ছুটির দিন বা অবসর কাটানোয় ব্যয় করতে চায়।

সেজন্যই তাই হালাল পর্যটনের বাজার দিন দিন বাড়ছে, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের বিজনেস ডেইলি প্রোগ্রামকে বলেন জেহরা রোজ।

আমার কাছে সাধারণ ছুটির দিন আর হালাল ছুটির দিনের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা।

এছাড়াও হালাল হলিডেতে মুসলিম নারীদের সুইমিং পুলে নামার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিকিনির বদলে বুরকিনি পরে পাবলিক সুইমিং পুলে নামতে দেখা যায় অনেককে।

বুরকিনি মূলত মুসলিম নারীদের জন্য তৈরি সাঁতারের পোশাক। এই সুইমস্যুটে সারা শরীর ঢেকে রাখে শুধু মুখ এবং পায়ের পাতা দেখা যায়। জেহরা রোজ আরো বলেন যে, বেড়াতে গিয়ে সহজেই হালাল খাবার পাওয়ার সুযোগও চান তিনি। অন্য যেকোনও জিনিসের তুলনায় এই একটি বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতেই বেশিরভাগ মুসলিম পর্যটক সচেতন থাকেন - সেটি হচ্ছে খাবার। শুকরের মাংস এবং অ্যালকোহলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ইসলাম ধর্মে।

তিন সন্তানের মা ৩৬ বছর বয়সী হেসার সুকুগলু এডিগুজেল ইস্তাম্বুলের বাসিন্দা।

তুরস্কের ভেতর হালাল ছুটি কাটাতে তার কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু তারা যখন কোনও অমুসলিম দেশে ঘুরতে যাওয়ার চিন্তা করেন তখন তাদের অনেক বেশি গবেষণা আর পরিকল্পনা করতে হয়।

সম্প্রতি আমরা মেসিডোনিয়ায় গিয়েছিলাম। সকালের নাস্তা আমরা হোটেলেই সেরেছি।

আর দুপুরের খাবারের জন্য আমরা সেখানকার ঐতিহ্যবাহী দোকানগুলোতে গিয়েছি যেখানে অ্যালকোহল ছাড়াই খাবার পরিবেশন করা হয়। তিনি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন এবং ইসলামি মূল্যবোধ পালনের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকেন। হালাল হোটেলগুলোতে জায়নামাজ তারাই সরবরাহ করে। সাধারণ হোটেলে থাকলে আমাকে সাথে করে জায়নামাজ নিয়ে যেতে হয়, তিনি বলেন। আমি অল্প কাপড় পরিহিত মানুষ হোটেলে দেখতে চাই না। যেসব মানুষেরা আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে আমার সন্তানদের রাখতে চাই। আমরা তাদের সৈকতে নিয়ে যাই না, যেখানে মানুষ নগ্ন হয়ে সূর্যস্নান করে।

হেসার নারীদের অনলাইন উদ্যোক্তা আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

তিনি মনে করেন, পর্যটন শিল্প এখনও হালাল ছুটির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। গ্লোবাল মুসলিম ট্রাভেল ইনডেক্স বা বিশ্ব মুসলিম পর্যটন সূচক অনুযায়ী, ২০২২ সালে হালাল পর্যটনের বাজার ২২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ছিল। অনেক কোম্পানি হালাল পর্যটন নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করছে।

আবার অনেকে এটিকে একটি বিকল্প হিসেবে রাখছে।

পশ্চিমা ভোক্তা শ্রেণীকে লক্ষ্য করে গড়ে তোলা বিশেষ ধরণের হোটেলের জন্য সুপরিচিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ।

এই দেশটিতে এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হালাল পর্যটক আসতে শুরু করেছে।

মালদ্বীপ একটি মুসলিম দেশ, আর এ কারণে

শুরু থেকেই এখানে মুসলিম বান্ধব পর্যটন ব্যবস্থা রয়েছে, বলেন দেশটির পর্যটন মন্ত্রী ড. আব্দুল্লা মাসুম।

আর এই খাতটি খুবই দ্রুত বাড়ছে, বলেন তিনি। ড. মাসুম বলেন যে ‘সম্প্রদায় ভিত্তিক’ বা স্থানীয় পর্যটকদের জন্য এখন এক চতুর্থাংশ হোটেলের বিছানা আলাদা করে রাখা হয়।

আইন অনুযায়ী, সব হোটেলে কর্মীদের নামাজের জন্য একটি মসজিদ থাকা বাধ্যতামূলক। ড. মাসুম বলেন যে আরো বেশি পর্যটকরা এখন এই মসজিদ ব্যবহার করেন। অনেক রিসোর্টে এখন কক্ষ বরাদ্দ, কক্ষের নকশা আর খাবার রান্নার ক্ষেত্রে মুসলিম বান্ধব পরিবেশ রয়েছে, তিনি বলেন। দেশটির অর্থনীতির এক চতুর্থাংশের বেশি পর্যটন খাতের উপর নির্ভরশীল। ২০২৩ সালের গ্লোবাল মুসলিম ট্রাভেল ইনডেক্সে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোই প্রথম দিকে রয়েছে যাতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। এই তালিকায় মাত্র দু'টি অমুসলিম দেশ রয়েছে। এরমধ্যে সিঙ্গাপুর ১১তম এবং যুক্তরাজ্য ২০তম স্থানে রয়েছে।

আঠারোশো নিরানব্বই সালে স্থাপিত লন্ডনের পাঁচ তারকা মানের ল্যান্ডমার্ক হোটেলে এখন হালাল মাংস পরিবেশন করা হয়।

হোটেলের কর্মীদের মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমাদের অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের পাশাপাশি অ্যালকোহলমুক্ত পানীয়ও রয়েছে। বারে আপনি অ্যালকোহলমুক্ত ককটেল পানীয় পাবেন যা খুবই জনপ্রিয়, বলেন ম্যাগডি রুস্তম যিনি হোটেলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিভাগের পরিচালক।